আৰ্য্যপাঠ।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

প্রণীত।

নবম সংস্করণ।

Calcutta
PRINTED BY R DUTT,
HARE PRESS
40, BECHU-CHATTERJEE'S STREET.
1896

অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই অষ্টম সংস্করণে কএকটী গল্পের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইল। মাত্র কোন বিষয়ে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পূর্ব্ব সংস্করণের পুস্তকের সহিত ফলতঃ ইহার কোন প্রভেদ নাই।

বিজ্ঞাপন।

আজিকালি আমাদের বালকবৃন্দের নীতিজ্ঞানের বড় অভাব হইয়াছে। নীতিজ্ঞানের অভাবে প্রায় কেহই পিতা মাতাকে গ্রাহ্য করে না, বৃদ্ধ ও গুরুজনকে সম্মান করে না, অধিক কি, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার সদ্ভাব পর্য্যন্ত প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। সকলেই স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপনার, পরিবারবর্গের ও দেশের মহৎ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সকল অভিভাবকেই এই অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া প্রতিকারের উপায় অন্বেষণে ব্যগ্র হইয়াছেন। সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত এই মহানিষ্টের সংবাদ উপস্থিত হইয়াছে। ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাদের এই হীনতায় পরিতপ্ত হইয়া নিতান্ত ব্যগ্রচিত্তে উপায় অনুসন্ধানে তৎপর হইয়াছেন। সেইজন্য এডুকেশন কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিশন সরকার বাহাদুরকে পরামর্শ দেন যে, ভারতের ছাত্রবৃন্দকে নীতিশিক্ষা প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য, সরকার বাহাদুর সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্রবৃন্দ মধ্যে নীতি বিস্তার জন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরগণ নীতিপূর্ণ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিতে গ্রন্থকারগণকে এক প্রকার অনুরোধ করিয়াছেন। এক দিকে সেই অনুরোধ রক্ষার্থ অন্যদিকে কর্ত্তব্য বোধে, আমি এই আখ্যায়িকা সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিলাম। ভরসা করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তক বালকগণের নীতিশিক্ষার কথঞ্চিৎ সহায় ও সাধন হইবে।

নীতিশিক্ষার প্রধান সাধন সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ। চরিত্র সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চরিত্র গঠিত হয়। সেইজন্য এই গ্রন্থে প্রাচীন পুরাণ ও আধুনিক ইতিহাস হইতে সচ্চরিত্রদিগের দৃষ্টান্ত [illegible] দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সংসারে

থাকিয়াও পিতৃভক্তিভরে ভীষ্মদেবের সংসার ত্যাগ, পিতৃসত্য পালনার্থ রামচন্দ্রের বনবাস, পিতার উদ্বেগ দূরকরণার্থ ভীমসিংহের স্বেচ্ছাকৃত আত্মনির্ব্বাসন, আরুণির অসাধারণ গুরুভক্তি, ভরত লক্ষ্মণের অকৃত্রিম সৌভ্রাত্র, সত্য ও গৌরব রক্ষা করিবার জন্য অর্জ্জুনের দেশত্যাগ, চণ্ডের তেমনই অসাধারণ দেশভক্তি, কর্ণের দানশক্তি ও কৃতজ্ঞতা, রাণা রায়মল্লের ন্যায়পরতা, সূর্য্যমল্ল ও মুদ্গল মুনির আতিথেয়তা, ভীমজননী কুন্তীর অসাধারণ প্রত্যুপকারস্পৃহা, উদয়পুরের রাজপুরোহিত ও ধাত্রী পান্নার নিঃস্বার্থভাবে রাজবংশের উপকার সাধন, হলদিঘাটে ঝালাপতি মান্নার অভূতপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের অপূর্ব্ব সাধুতাপূর্ণ বৈরসাধন ও ক্ষমা, শ্রীকৃষ্ণের বিনয়, শক্তসিংহের গুণানুরাগ ও সত্যকথন, কর্ণের সহিষ্ণুতা ও মিথ্যাকথনে অপরাধ, সংসর্গের দোষ গুণ, শস্ত্র ও শাস্ত্রবিদ্যার ফলাফল, মহাত্মার ক্রোধ ও ক্ষমা, শিষ্টের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা এই সকল হইতে নানা কথা শিখিবার আছে। বালহৃদয়ে এই সকল মহাবীজ সময়ে রোপিত হইলে কালে মহা বৃক্ষে সুফল ফলিবার আশা করা যায়। এই আশা কতদূর ফলবতী হইবে বলিতে পারি না। তবে শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই আশা ফলবতী করিবার জন্য সহৃদয় সহায় হইবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা। যাহাতে এই পুস্তক হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর ছাত্রের পাঠ্য হয়, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ভাষার বৈচিত্র সাধন জন্য ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় প্রণীত মহাভারত ও শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ বরাট কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজস্থান হইতে কোন কোন স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি।

কলিকাতা
১১ই আশ্বিন, ১২৯৫ সাল।

সূচীপত্র।

রাজভক্তি

ক্ষমা

কৃতজ্ঞতা

বিনয়

গুণানুরাগ ও সত্যকথন

সহিষ্ণুতা ও মিথ্যা কথন

সংসর্গ

বিদ্যামাহাত্ম্য

অধ্যবসায়

আর্য্যপাঠ।

পিতৃভক্তি।

রামচন্দ্র।

অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে অশেষ অনুপম গুণে ভূষিত দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এই সময়ে প্রিয়তম পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। তখন সভাসদ্বর্গ ও প্রজামণ্ডলীর অভিমত জানিবার জন্য স্বাধিকারভুক্ত প্রজা ও মহীপাল বর্গকে আহ্বান করিলেন। সকলে সভাস্থ হইলে মহারাজ দশরথ সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া, দুন্দুভিগম্ভীর কমনীয় সরস স্বরে কহিলেন, "আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত পথ অবলম্বন করিয়া, নিরন্তর যথাশক্তি প্রজাগণকে পালন করিয়াছি। এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এজন্য আমি আপনাদিগের অনুমতিক্রমে উপযুক্ত পুত্র রামকে প্রজাহিত-নিরত করিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যসম্পন্ন পরপুরবিজয়ী রাম গুণগ্রামে আমা হইতেও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আপনাদিগকে বিলক্ষণ সুখী করিতে পারিবেন। এইজন্য আমি কল্য পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত

চন্দ্রে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি। যদি আপনাদিগের বিবেচনায় আমার এই মন্ত্রণা সাধু হয়, তবে আপনারা আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।"

নরপতি দশরথ এইরূপ বলিলে, ময়ূরেরা যেরূপ বর্ষণকারী মেঘকে কেকারবে অভিনন্দন করে, সভাস্থ সকলে দশরথকে সেইরূপ অভিনন্দন করিলেন। সমবেত নরপতি, ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদবর্গ সকলেই একবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আপনি রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। সত্যপরায়ণ সচ্চরিত্র ক্ষমাশীল জিতেন্দ্রিয় প্রিয়বাদী অমিতবিক্রম মহামতি রাম মহাগজে আরোহণ করিয়া ছত্র-পরিবৃত হইয়া গমন করেন ইহা অবলোকন করিতে আমাদিগের নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।"

প্রজাগণের অভিমতি প্রাপ্ত হইয়া, রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতিকে অভিষেকের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার আয়োজন করিতে বলিয়া প্রিয়দর্শন রামকে নিকটে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহার নিকট আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে সপত্নীক সংযতচিত্তে উপবাস করিতে কহিলেন। রাম পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ও মাতৃগণ সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া উপবাসী ও সংযত হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞায় নগর সুশোভিত হইল। দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্যবৃক্ষ অট্টালিকা, সভা, নানাবিধ পণ্য-দ্রব্যসমন্বিত বিপণি এবং সুসমৃদ্ধ শোভাসম্পন্ন গৃহস্থভবন সমুদায় ধ্বজা পতাকাদ্বারা শোভিত হইল। সমস্ত পৌরজনই আপন আপন পুরী সুশোভিত করিল। রাজপথ সকল পুষ্পগুচ্ছ দ্বারা

অলঙ্কৃত ও ধূপগন্ধদ্বারা অধিবাসিত হইয়া সুশোভিত হইল, এবং নিশাগমে সমুদায় স্থান আলোকময়করণার্থে রথ্যা সমুদায়ের উভয়পার্শ্বে দীপবৃক্ষ সকল স্থাপিত হইল। রামের যৌবরাজ্যাভিষেক দেখিবার জন্য এত জানপদবর্গের সমাগম হইল যে অযোধ্যানগরী একেবারে পরিপূরিতা হইয়া গেল। পর্ব্বকালে ঘোর তরঙ্গমালাসমন্বিত সাগরের যেরূপ শব্দ হয়, জানপদগণের ইতস্ততঃ গমনে নগরীরও সেইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। নট নর্ত্তক ও গায়কগণ নানাস্থানে নানাপ্রকারে গান করিতে লাগিল। পৌরবর্গ চত্বর মধ্যে পরস্পর মিলিত হইয়া, অভিষেকবিষয়ক নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিল। রাজপ্রাসাদ নানা সজ্জায় সজ্জিত হইল।

ভরতমাতা কৈকেয়ীর পিতৃভবন হইতে আগতা মন্থরা নাম্নী এক নূতন দাসী অযোধ্যানগরীকে তাদৃশ শোভাপন্ন দেখিয়া রামাভিষেক বৃত্তান্ত অবগত হইল ও ত্বরিতপদে কৈকেয়ীভবনে গমন করিয়া ক্রোধভরে কহিল, "নির্ব্বুদ্ধে। এখনও তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছ? তোমার কি সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত, তাহা কি তুমি এখনও জানিতে পার নাই?" কৈকেয়ী মন্থরার এবংবিধ বাক্য শ্রবণে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্থরে। আমার কি অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে, শীঘ্র বল তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে, অতএব বিলম্ব করিও না।" তখন মন্থরা নানা ছলে রামাভিষেক বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কৈকেয়ী শ্রবণমাত্র গাত্র হইতে আভরণ উন্মোচনপূর্ব্বক মন্থরাকে প্রদান করিয়া কহিলেন, "মন্থরে। তুমি আমাকে যে প্রিয়সংবাদ প্রদান করিয়াছ, তজ্জন্য আমার অদেয় কিছুই নাই।"

মন্থরা ক্রোধে অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "হে

বুদ্ধিহীনে! তুমি অযোগ্য বিষয়ে কিরূপে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ? তুমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অনর্থকে অর্থ বোধ করিয়া আপনাকে তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। এক্ষণে রাম রাজা হইলে, পরে তাহার পুত্র রাজা হইবেন, সুতরাং ভরত একেবারে রাজবংশ হইতে হীন হইবেন। রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিলে, নিশ্চয়ই ভরতকে নিহত বা নির্ব্বাসিত করিবেন। ইহা জানিয়াও তুমি উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছ না?" কৈকেয়ী কহিলেন, "মন্থরে! তুমি বৃথা আশঙ্কা করিতেছ। কারণ রাম কৌশল্যা অপেক্ষাও আমার অধিক শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। রামের যদি রাজ্য হয়, তবে ভরতেরও রাজ্য হইবে। কেননা, রঘুনন্দন রাম যেমন আত্মাকে প্রিয় বোধ করেন, সেইরূপ ভ্রাতাদিগকেও প্রিয় বোধ করিয়া থাকেন।" মন্থরা কৈকেয়ীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত হতবুদ্ধির ন্যায় হইল ও পরিশেষে নানাপ্রকার দুষ্টজনোচিত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীর মন ফিরিয়া গেল। যে রামকে তিনি পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করিতেন, পাপীয়সীর পাপমন্ত্রণায় সেই রামের প্রতি তাঁহার বিসদৃশ শত্রুতা জন্মিল,—পাপীয়সীর পাপমন্ত্রণা সফল হইল। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া যাহাতে রামের নির্ব্বাসন ও ভরতের অভিষেক সম্পন্ন হয়, তদুপযোগী উপায় স্থির করিলেন। মন্থরার সেই পরামর্শ অনুসারে কৈকেয়ী ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া, নিতান্ত দীনার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথ পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার উপযোগী সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে অন্তঃপুরে

প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, মহিষীগণকে আহ্লাদিত দেখিবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা সফল হইল না। তিনি দেখিলেন, কৈকেয়ী নিতান্ত শোকসন্তপ্তা হইয়া শয়ানা রহিয়াছেন, তখন কৈকেয়ীর ঈদৃশ বিষাদের কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে, জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলে, কৈকেয়ী পাপমূর্ত্তি মন্থরার কুমন্ত্রণানুসারে নানা ছন্দে নানা কথা কহিয়া পরিশেষে কহিলেন, "মহারাজ! পূর্ব্বকথা স্মরণ করুন—সেই দেবাসুরযুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করুন। সেই যুদ্ধে যখন শম্বরাসুর আপনাকে এরূপ আহত করিয়াছিল যে, কেবল আপনার প্রাণমাত্র অবশিষ্ট ছিল, তখন আমি যে তাদৃশ যত্ন করিয়া আপনাকে রক্ষা করিয়াছিলাম তজ্জন্য আপনি আমাকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন আমি সে বর লই নাই, আবশ্যক মত লইব বলিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি সেই দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি। এক বর এই যে, রামের অভিষেকার্থে যে আয়োজন হইতেছে, তদ্দ্বারা মৎপুত্র ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন, দ্বিতীয় বর এই যে, রাম চীরবসন ও অজিন ধারণ পূর্ব্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অরণ্যে বাস করুন। মহারাজ! যদি সত্য রক্ষা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান থাকে, তবে আমার এই প্রার্থনাদ্বয় সফল করুন, তপোধনেরা কহিয়াছেন, সত্যই মানবের পরম ধর্ম্ম, যিনি সত্য হইতে বিচলিত হয়েন, পরকালে তাঁহার সদ্গতি হয় না। অতএব সত্য রক্ষা করিয়া আপনি কুল, শীল ও আপনাকে রক্ষা করুন।"

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই অভাবনীয় নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রথমে পরিহাস বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন বুঝিলেন, ইহা তাঁহার অন্তরের কথা, তখন 'হে রাক্ষসি!'

বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর তিনি কৈকেয়ীকে ব্যাঘ্রীর ন্যায় দর্শন করিয়া ভীতচিত্তে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। মূর্চ্ছাপনোদন হইলে কহিলেন, "রে দুরাচারে। রাম তোমার কি অপকার করিয়াছেন, আমিই বা তোমার কি অপকার করিয়াছি যে, তুমি আমাদের বংশবিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। রঘুনন্দন রাম স্বীয় জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তোমার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করেন, তথাপি তুমি তাঁহার অনর্থনিমিত্ত কি জন্য এরূপ উদ্যম করিতেছ? যখন সমুদায় জীবলোকেই রামের গুণের প্রশংসা করিয়া থাকে, তখন আমি কি দোষ দিয়া সেই প্রিয়তনয় রামকে পরিত্যাগ করিব? আমি কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং রাজলক্ষ্মীকে, এমন কি স্বীয় জীবনও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না, রামব্যতিরেকে আমার দেহে জীবন এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না, অতএব হে পাপমনোরথে। আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণস্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও,—তুমি এই মন্দ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর।"

দশরথ এইরূপে, কখন ক্রোধপরবশ হইয়া তিরস্কার, কখন অবনত-মস্তকে দয়াপ্রার্থনা ও কখন আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া, নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, কিন্তু কৈকেয়ীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই টলিল না। তখন দশরথ মনে মনে বলিলেন "আমি রঘুনন্দন রামকে 'বনে গমন কর' ইহা বলিলে যদি তিনি তৎপ্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করেন, তবে তাহা আমার পরম প্রীতিকর হয়, কিন্তু তাহা তিনি করিবেন না। আমি তাঁহাকে, 'হে পুত্র! তুমি বনে

গমন কর,' ইহা বলিলে তিনি আর কিছুই প্রত্যুক্তি করিবেন না, তখনই বনগমনে উদ্যোগী হইবেন। রঘুনন্দন রাম বনে গমন করিলে সকল লোকই আমাকে নিন্দা করিবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না, সুতরাং মৃত্যু আমাকে যমালয়ে লইয়া যাইবে। কৌশল্যা ও সুমিত্রাও আমার সহগামিনী হইবেন, ফলতঃ এই রামনির্ব্বাসনে অযোধ্যাপুরী এককালে শ্রীনষ্টা ও অনাথা হইয়া যাইবে।" এরূপ চিন্তা করিয়া দশরথ ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, "রে পাপাচারে! আমি অগ্নির সমক্ষে মন্ত্রপাঠ করিয়া তোর যে হস্ত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করিলাম, এবং তোতে আমার যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেও তোর সহিত পরিত্যাগ করিলাম।"

রজনী প্রভাত হইল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ রামের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করিবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়া, মহারাজ দশরথকে সত্বর আনিবার জন্য সুমন্ত্রকে পাঠাইলেন। সুমন্ত্র রাজার শয়নগৃহে গমনপূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গের স্তুতিপাঠ করিয়া কহিল "মহারাজ! অভিষেকের উপযোগী সমস্তই আয়োজন হইয়াছে, সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন, আপনি উপস্থিত হইলেই মহানুভব রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, আমরা নয়ন সফল করিতে পারি। শুভলগ্ন অতীত হয় দেখিয়া, বশিষ্ঠপ্রমুখ মন্ত্রিগণ আপনাকে প্রবোধিত করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।" সুমন্ত্রের এই সকল বাক্যে মহারাজের শোক দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, "সুমন্ত্র! রাজা দশরথ রামাভিষেকজনিত হর্ষে সমুৎসুক হইয়া, জাগিয়া থাকিয়াই সমস্ত রজনী

অতিবাহিত করিয়াছেন, এক্ষণে পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রার আরম্ভ হইয়াছেন। তুমি শীঘ্র যশস্বী রামকে এখানে আনয়ন কর।"

সুমন্ত্র কহিল, 'রাজাজ্ঞা ব্যতীত কি প্রকারে গমন করি?" রাজা দশরথ তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সুমন্ত্র! আমি রামকে দর্শন করিতে বাসনা করিতেছি, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর।" সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা পাইয়া দ্রুতপদে গমন করিয়া রামকে আনয়ন করিল।

রাম পিতৃসন্নিধানে আগমন করিয়া, বিনয়সহকারে পিতার ও কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিলেন। দীনভাবাপন্ন নরপতি দশরথ রামকে অবলোকন করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে 'রাম!' এতাবন্মাত্র বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। পিতৃপরায়ণ রাম, মহারাজ দশরথকে শোকসন্তাপসমন্বিত ও ব্যথিত চিত্ত দেখিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া চিন্তা করিলেন, "অদ্য পিতা কেন আমাকে অভিনন্দন করিতেছেন না? ক্রুদ্ধ থাকিলেও পিতা আমাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া থাকেন, কিন্তু অদ্য আমাকে দেখিয়া ইঁহার খেদ উপস্থিত হইল কেন?" এই চিন্তা করিয়া শোকার্ত্ত, দীনভাবাপন্ন ও বিষণ্ণবদন হইয়া, কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আমি অজ্ঞানতাবশতঃ পিতার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, ইনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন? যদি আমার প্রতি ইঁহার ক্রোধ হইয়া থাকে, তবে আপনি ইঁহাকে প্রসন্ন করুন। ইনি সর্ব্বদাই আমাকে অত্যন্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু এক্ষণে অপ্রসন্নমানস ও বিষণ্ণবদন হইয়া আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন না দেখিয়া, আমি যারপর নাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। ইঁহার শারীরিক বা মানসিক কোনও সন্তাপ উপস্থিত হয় নাই ত?

আমার মাতৃগণ, প্রিয়দর্শন কুমার ভরত বা মহাসত্ত্বসম্পন্ন শত্রুঘ্নের ত কিছুই অনিষ্ট ঘটে নাই? পিতৃবাক্য পালন করিতে কি পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, অথবা অন্য কোন কারণে পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, আমি মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে অভিলাষ করি না, যাঁহা হইতে উৎপন্ন হওয়া যায়, সেই প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতার প্রতি কোন ব্যক্তি সদ্ব্যবহার না করিয়া থাকে? হে দেবি! পিতাঁর এই অপূর্ব্ব বিকার কি জন্য হইয়াছে, শ্রবণ করিবার জন্য আমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়াছে। আপনি যথাতত্ত্ব কীর্ত্তন করুন।"

কৈকেয়ী কহিলেন, "রাম, মহারাজের কোন ব্যসন উপস্থিত হয় নাই, এবং ইনি ক্রুদ্ধও হন নাই, তবে ইঁহার একটী মনোগত অভিপ্রায় আছে, তাহা লজ্জায় তোমার নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না, তুমি ইঁহার অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য ইনি তোমাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিতেছেন না, কিন্তু ইনি আমার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি তুমি ইঁহার কথিত বিষয়ের অন্যথা না কর, তবে আমিই তোমাকে ইঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতে পারি, ইনি কখনই তাহা তোমাকে বলিতে পারিবেন না।" কৈকেয়ী এইরূপ কহিলে, সত্যব্রত রাম নিতান্ত বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন, "দেবি! আপনি এরূপ অন্যায় আশঙ্কা করিতেছেন কেন? মহারাজ আমার পিতা ও গুরু, বিশেষতঃ উনি নরপতি। সুতরাং উঁহার আদেশে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারি, হলাহল বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, এবং সমুদ্রে নিমগ্ন হইতেও পারি, অধম রাম কি কখনও পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে? তবে আপনি এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন?

আপনি নিঃশঙ্কে বলুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যত কেন দুঃসাধ্য হউক না, আমি অবিকৃতচিত্তে পিতৃআজ্ঞা পালন করিব।"

অনার্য্যা কৈকেয়ী রামবাক্যে আশ্বাসিতা হইয়া কহিলেন, "হে রাঘব! পূর্ব্বে দেবাসুরযুদ্ধে তোমার পিতা অসুরগণকর্তৃক শল্য দ্বারা বিদ্ধ হন, তখন আমি উহাঁর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলাম, তজ্জন্য উনি আমাকে দুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই দুই বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অপর বরে তোমার দণ্ডকারণ্যগমন প্রার্থনা করিয়াছি। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি পিতাকে ও আপনাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ করিতে অভিলাষ কর, তবে তোমাকে চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস করিতে হইবে, এবং তোমার অভিষেকের জন্য যে সকল দ্রব্য আহরণ করা হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্যদ্বারা ভরতকে অভিষিক্ত করিতে হইবে। ইহা তোমার পিতা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। তুমি সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ কর।"

রিপুদমন রাম কৈকেয়ীদেবীর সেই মৃত্যুতুল্য যাতনাদায়ক নিতান্ত অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না, অম্লানবদনে বলিলেন, "আমি পিতার প্রতিজ্ঞাপালন করিবার নিমিত্ত জটাধারণ ও চীর-বসন পরিধান করিয়া এখনই গমন করিব। ইহারই জন্য মহীপতি আমাকে অভিনন্দন করিতেছেন না। মহারাজ আমার পিতা, গুরু ও হিতকারী। তিনি অনুকৃত উপকারের প্রত্যুপকার করণার্থ আদেশ করিলে, এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা আমি শঙ্কাবিহীন হইয়া প্রীতি-সহকারে করিতে না পারি, অতএব, মহারাজ যে আমাকে ভরতের অভিষেকের কথা স্বয়ং বলিতেছেন না, এই মনোদুঃখে

আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে। ভরত, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমি স্বয়ংই হর্ষসহকারে তাহাকে রাজ্য, ধন, এমন কি প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিতে পারি, আর পিতার অনুমতি পালন ও আপনার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন নিমিত্ত তাহাকে তুচ্ছ রাজ্য দান করিতে পারিব না? অতএব আপনি মহারাজকে আশ্বাসিত করুন, উনি কেন অনর্থক লজ্জিত হইয়া পৃথিবীমাত্র অবলোকন পূর্ব্বক অশ্রুমোচন করিতেছেন?"

রামের এই সকল উদারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ অতীব দুঃখিত হইলেন এবং ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া একেবারে চীৎকার সহকারে কাঁদিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ মহাদ্যুতি রাম সংজ্ঞাবিহীন পিতা রাজা দশরথের এবং অনার্য্যা কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন।

সত্যপরায়ণ ধার্ম্মিক-প্রবর রাম বনগমনে উদ্যোগী হইলে কৌশল্যা প্রভৃতি জননীগণ এবং সমস্ত পৌর ও জানপদবর্গ নিতান্ত ব্যথিত ও হতচেতন হইয়া দশরথের এই অসদাচরণের পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে কহিলেন, "রাম! দশরথ বৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন, অতএব তুমি তাহার এই নিতান্ত অন্যায় আজ্ঞা প্রতিপালন করিও না, আমরা বলপূর্ব্বক তোমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেছি, বৃদ্ধ দশরথ কখনই আমাদের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিবেন না।" রাম কহিলেন, "আপনারা আমাকে এরূপ অধর্ম্মজনক উপদেশ প্রদান করিবেন না। নিশ্চয়ই বলিতেছি, আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া যে সুখ লাভ করিব, রাজসিংহাসন-লাভজনিত সুখ তাহার তুলনায় কিছুই নহে। পিতা প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ, সেই দেবরূপী পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া নিরয়-

গামী হইবেন, আর আমি তুচ্ছ ক্ষণিক রাজ্যসুখে মগ্ন থাকিব? ধিক্ আমার সে জীবনে।"

রামের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যখন সকলে বুঝিলেন, রাম কিছুতেই বনগমনে নিবৃত্ত হইবেন না, তখন সকলেই তাঁহার সহিত বনে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাম নানা-প্রকার বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। কিন্তু সীতা ও লক্ষ্মণ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তখন রাম অগত্যা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনগমন করিলেন, সমস্ত পুরবাসিগণ হা হা শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

ভীষ্ম।

অতি পূর্ব্বকালে হস্তিনানগরে শান্তনু নামে এক প্রবল প্রতা-পান্বিত রাজা ছিলেন। রাজা শান্তনু পরম প্রাজ্ঞ, পরম ধার্ম্মিক, দানশীল, সত্যবাদী ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। জিতেন্দ্রি-য়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। চক্র-বর্ত্তীর সমুদায় লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত। তাঁহার মহিষীর নাম গঙ্গা। গঙ্গাদেবী ভীষ্মকে প্রসব করিয়া কোন এক অনুল্লঙ্ঘনীয় কারণ বশতঃ শান্তনুর গৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ শান্তনু প্রিয়তমা পত্নীর শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন; মাতৃহীন শিশুকে অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভীষ্মের প্রকৃত নাম দেবব্রত। দেবব্রত পিতার সকল গুণেরই অধিকারী হইয়া-ছিলেন। রূপ, গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি, সকল বিষয়েই তিনি পিতার অনুরূপ হইলেন। মহারাজ শান্তনু ভীষ্মের

অসাধারণ গুণগ্রাম অবলোকন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন ও প্রিয়পত্নীশোক বিস্মৃত হইলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আর দারপরিগ্রহ করিব না; পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বন-গমনপূর্ব্বক অন্তিম-কালের উপযোগী তপশ্চরণ করিব। কিন্তু সময়ে সময়ে একটী চিন্তা তাঁহাকে নিতান্ত ব্যথিত করিত। তিনি মনে করিতেন, তাঁহার একটীমাত্র পুত্র, মনুষ্যের সকলই অস্থায়ী, যদি ঘটনা-ক্রমে ঐ একমাত্র পুত্রের অনিষ্ট সংঘটন হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কুল নির্ম্মূল হইবে, এবং তাহা হইলে আমি যে শেষ জীবনে শান্তি উপভোগ করিবার আশা করিতেছি, তাহারও মূলচ্ছেদ হইবে। এই চিন্তা সময়ে সময়ে তাঁহাকে নিতান্ত কাতর করিত। উহার প্রতিকারবিধান করিবার জন্য এক একবার মনে করিতেন, বিবাহ করা উচিত।

এক দিবস মহারাজ শান্তনু মৃগয়াব্যপদেশে যমুনানদীর উভয়-পার্শ্বস্থিত এক অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ দিব্য সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন। কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ জানিবার জন্য ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে করিতে পরম রূপবতী এক ধীবরকন্যাকে নিরীক্ষণ করি-লেন। শান্তনু সেই ধীবরকন্যাকে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না ও অশেষ-গুণশালিনী জানিতে পারিয়া, তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে তদীয় পিতৃসন্নিকটে গমন পূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দাসরাজ, পুরুবংশাবতংস মহারাজ শান্তনুর অভিপ্রায় অব-গত হইয়া কহিলেন, "হে প্রজানাথ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে, অবশ্যই আহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে, কিন্তু আমার একটী অভিলাষ আছে, যদি তাহা পূর্ণ করিতে স্বীকার করেন, তাহা

হইলে আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারি। এই কন্যার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে, অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না, এই আমার অভিলাষ।” মহারাজ শান্তনু তাহার সে অভিলাষ পূরণে অসম্মত হইয়া হস্তিনাপুরীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

একদা দেবব্রত পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাত। আপনার সর্ব্বত্র কুশল ও সমুদায় রাজমণ্ডল আপনার অধীন, তথাপি কি নিমিত্ত নিরন্তর আপনাকে এরূপ শোকার্ত্ত ও দুঃখিত দেখিতেছি? সর্ব্বদাই যেন শূন্যহৃদয়ে রহিয়াছেন, অশ্বারোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন না, আমার সহিত আলাপেও তাদৃশ সুখানুভব করেন না, কেবল দিন দিন মলিন, পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইতেছেন। যদি আমাকে বলিবার কোন বাধা না থাকে তবে কি অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে আজ্ঞা করুন, সাধ্যানুসারে তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিব।

পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া শান্তনু কহিলেন, “বৎস। আমি যে নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমাদিগের বংশে তুমিই একমাত্র পুত্র। তুমি অস্ত্রে-শস্ত্রে সুশিক্ষিত ও পুরুষকারবিশিষ্ট হইয়াছ। কিন্তু মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। আমার মনে নিয়ত এই চিন্তার উদয় হয়, যদি তোমার কোন অনিষ্ট সংঘটন হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কুল নির্ম্মূল হইবে। ধর্ম্মবাদীরা কহিয়া থাকেন, যাহার এক পুত্র, তিনি অপুত্রক মধ্যেই পরিগণিত। তন্নিমিত্ত আমি এই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি। অন্তঃকরণ কিছুতেই সুস্থির হয় না। তুমি শত পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এজন্য আর দার পরিগ্রহ করিতে

আমার অভিলাষ নাই।" মহানুভব দেবব্রত রাজার বিষাদ কারণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর, পিতার পরম হিতৈষী বৃদ্ধ সচিবসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক রাজার শোকবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, মন্ত্রিবর যৌবরশ্রেষ্ঠ দেবব্রতকে ধীবরকুমারীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত মন্ত্রিপ্রমুখাৎ সমুদায় শ্রবণ করিয়া রাজন্যগণ সমভিব্যাহারে ধীবর-সমীপে গমনপূর্ব্বক স্বয়ং পিতার নিমিত্ত তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন।

দাসরাজ রাজকুমারকে যথোচিত সমাদর ও অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন প্রদান করিলেন। রাজপুত্র আসনে উপবিষ্ট হইলে, ধীবর সমাগত রাজগণ সমক্ষে বহিলেন "হে ভবতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ন্যায় পুত্র আর দৃষ্টিগোচর হয় না, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হয়? সাক্ষাৎ ইন্দ্রও এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু হে পরন্তপ! বোধ হইতেছে, এই পরিণয় সম্পন্ন হইলে, রাজকুলে অতি ভয়ঙ্কর বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে। আপনি ক্রুদ্ধ হইলে, কি সুর, কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, যে কুলসম্ভূত হউক না কেন, সমস্ত শত্রুগণ অচিরকাল মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইরূপ পরিণামের কথা চিন্তা করিতেও আমার কষ্ট হয়। হে রাজ-কুমার! এ বিবাহে কেবল এইমাত্র দোষ দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা আর কোন্ দোষ নাই।"

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় ধীবরবাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগত রাজগণ-সমক্ষে কহিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যিনি ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদিগের রাজা হইবেন, অদ্যই

আমার উত্তরাধিকারস্বত্ব তাঁহাকে দান করিলাম।” জালজীবী সেই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “হে ভরতর্ষভ। আপনি মদীয় কন্যা সত্যবতীর নিমিত্ত ভূপতিগণসমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা আপনার অননুরূপ নহে আমি তৎপ্রতিপালন বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ করি না। কিন্তু, যিনি আপনার সন্তান হইবেন, তাঁহার প্রতি আমার সন্দেহ হয়।” পিতার প্রিয়চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আমি ইতিপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছি এবং অধুনা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি আমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব, ইহ জীবনে কদাপি দারপরিগ্রহ করিব না।” দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত ও হর্ষপুলকিত হইলেন। সমবেত দর্শক ও রাজগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিলেন। সেই দিন হইতে সকলে তাঁহাকে “ভীষ্ম” বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। পিতার পরিতুষ্টির জন্য ভীষ্ম, বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী হইয়াও, সমগ্র রাজ্য এবং ঐহিক সকল প্রকার সুখ বিসর্জ্জন দিলেন।

পরে যথাবিধানে সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ হইল। সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে চিত্রাঙ্গদ শৈশবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সত্যপরায়ণ ভীষ্ম বিচিত্রবীর্য্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহার অধীনে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে রাজ্যের মঙ্গল সাধন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় দারুণ যক্ষ্মারোগে অকালে কালকবলে পতিত হইলে, সিংহাসন শূন্য হইল, তথাপি সত্যপরায়ণ অমিতপরাক্রম ভীষ্ম সিংহাসন

স্পর্শ করিলেন না। সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীর্য্যের কৃত্রিম পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া তাঁহাদের সচিব ও সেনাপতি স্বরূপে রাজ্যরক্ষা করিতে লাগিলেন। জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও জ্ঞানান্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ বহুবিধ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাহা নিবারণ করিবার জন্য প্রভুশক্তি চালনা করেন নাই, কেবল উপদেশ দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যেরূপ করিলে রাজক্ষমতার ব্যাঘাত করা হয়, কখনই সেরূপ করেন নাই। ক্ষমতা প্রদর্শন করিলে পাছে দত্তস্বত্ব প্রত্যাহরণ জন্য সত্যভঙ্গ হয়, সেই ভয়ে তিনি সভামধ্যে পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর তথাবিধ দুর্দ্দশা ও অপমান স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও নীরব ছিলেন।

ভীমসিংহ।

ভারতবর্ষে রাজপুতানা-দেশ-মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মিবার রাজ্য অধিষ্ঠিত। ইহার বর্ত্তমান রাজধানী উদয়পুর, পূর্ব্বতন রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ চিতোর নগরী এক্ষণে ধ্বংসে পরিণত। মিবাররাজ্য-বাসিগণ শৌর্য্য, বীর্য্য এবং দেশবাৎসল্যের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। মিবারের নরপতিগণ রাণা নামে আখ্যাত। ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণা রাজসিংহ মিবার রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

ভীমসিংহ সুপ্রসিদ্ধ মিবাররাজ রাণা রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জয়সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। নবকুমার প্রসূত হইলে রাজপুত-গণ তাহার বাহুতে অমর ধর নামে এক প্রকার তৃণবলয় পরাইয়া দিয়া থাকেন। সেই প্রথা অনুসারে রাজসিংহের অমর ধর

পরাইতে আসিলেন, কিন্তু ভীমসিংহের হস্তে না পরাইয়া জয়সিংহের হস্তে পরাইয়া দিলেন, পরে যে প্রকার ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল, তিনি ভ্রমক্রমে ঐরূপ করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস এই যে, রাজসিংহ জয়সিংহজননীর প্রতি সমধিক অনুরাগী ছিলেন, সেই জন্য তিনি ঐরূপ রীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি জয়সিংহকে সমধিক ভালবাসিতেন।

পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজসিংহের মনে ভাবী গৃহবিচ্ছেদের প্রবল আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কেননা তাঁহার এই পক্ষপাত ব্যবহারে কনিষ্ঠ জয়সিংহের হৃদয়ে এই বিশ্বাস দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ ভীমসিংহকে নিরাশ করিয়া তিনিই পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং সিংহাসন লইয়া যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে এবং তন্নিবন্ধন রাজ্যের ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইবে, তাহা রাজসিংহ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই ভাবী অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য নানা প্রকার চিন্তা করিলেন, কিন্তু কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। তখন অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার প্রধান ভয়, পাছে গৃহবিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া মিবার যবনকবকবলিত হয়। রাজসিংহের ন্যায় বীরপুরুষ সকলই সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু স্বদেশ যবনকরতলস্থ হইবে, এ চিন্তা সহ্য করিতে পারেন না। সেই অসহ্য চিন্তাবেগে তিনি দিশাহারা হইলেন।

একদা রাণা রাজসিংহ জ্যেষ্ঠ তনয় ভীমসিংহকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আপনার অসি কোষমুক্ত করিয়া তাঁহার করে অর্পণপূর্ব্বক গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "এই উন্মুক্ত তরবারি

লইয়া এখনই তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার কর, নতুবা ভবিষ্যতে রাজ্য ঘোরতর বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা।" উদারহৃদয় তেজস্বী ভীম জনকের অকপট উক্তি শ্রবণ করিয়া অণুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। পিতা যে উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া অসীম মানসিক যন্ত্রণার উচ্ছ্বাসভরে তৎপ্রতি সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তিনি তখনই বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে তাঁহাকে সেই উভয় সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি স্থির ও অচঞ্চলভাবে উত্তর করিলেন,—"পিতঃ। আপনি কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনার সিংহাসন স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য হইতে আমি সমস্ত স্বত্ব ত্যাগ করিয়া জয়সিংহের হস্তে সমর্পণ করিলাম, অদ্য হইতে আমি এ রাজ্যও ত্যাগ করিলাম। আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, অদ্য হইতে যদি আমি এই দোবারি গিরিবর্ত্মের মধ্যে বিন্দুমাত্রও জলপান করি, তাহা হইলে আমি মহারাণা রাজসিংহের পুত্র নহি।" এই বলিয়া ভীমসিংহ পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আপনার সৈন্য সামন্তদিগের সহিত উদয়পুর হইতে যাত্রা করিলেন।

নিদাঘকালে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, সূর্য্যদেব অনলময় কিরণ বর্ষণ করিয়া মেদিনীমণ্ডলকে দগ্ধ করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতি স্থির, কোথাও বৃক্ষের একটী পত্রও কম্পিত হইতেছে না।—উদয়পুরের সম্মুখস্থ দোবারি গিরিবর্ত্ম সেই নৈদাঘ মধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডের অগ্নিময় কিরণপাতে উত্তপ্ত হইয়া যেন একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। এমন সময় ভীমসিংহ আপনার অশ্বারোহী সেনানীগণের সমভিব্যাহারে সেই পর্ব্বতপথ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে

তাঁহার ও তদীয় তুরঙ্গের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মসিক্ত। আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে না পারিয়া, বিশ্রাম করিবার জন্য তিনি নিকটস্থ একটী বিশাল বটবৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়াতলে ঘোটক হইতে অবতরণ করিলেন এবং একবার প্রাণভরিয়া জন্মের শোধ নিজ মাতৃভূমির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। ভীম অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন। জনৈক অনুচরকে অনুমতি করাতে সে নিকটস্থ শীতল প্রস্রবণ হইতে রজতপাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। ভীম পানার্থে স্নিগ্ধ বারিপূর্ণ সেই পানপাত্র উত্তোলন করিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ হইল। অমনি তিনি সেই পাত্রস্থ সমস্ত সলিল ভূমিতলে ঢালিয়া দিলেন ও বনদেবীকে সম্বোধন করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "বনদেবি! অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আমি ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। এ দোবারি গিরিপথের অভ্যন্তরে আমার বিন্দুমাত্রও জলপান করিবার অধিকার নাই।" ভীম নিজ অশ্বোপরি পুনঃসমারূঢ় হইলেন এবং অশ্বে কশাঘাত করিয়া সকলে গিরিবর্ত্ম হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন।

যিনি যে প্রদেশের শাসনদণ্ড চালিত করিতে পারিতেন, তাঁহার সেই প্রদেশের মধ্যে এক বিন্দু জলপানেরও অধিকার নাই। কেবলমাত্র পিতাকে সুখী করিবার জন্য ভীমসিংহের ইহাই মহান্ আত্মত্যাগ। যে রাজপদের জন্য কত কত ব্যক্তি পিতার বিনাশসাধন করিয়াছেন, ভীমসিংহ পিতার সন্তুষ্টির জন্য সেই লোভনীয় রাজপদ অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম ঈদৃশা মহাপুরুষেরাই বুঝিয়াছিলেন।

সৌভ্রাত্র।

লক্ষ্মণ।

রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই কথা শুনিয়া অবধি ভ্রাতৃপরায়ণ লক্ষ্মণ আহ্লাদে গদগদ হইয়া অভিষেক কার্য্যের সমৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। যে রামকে তিনি প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসেন, পিতা অপেক্ষাও ভক্তি করেন, সেই রামের অভিষেক হইবে, তাঁহার আনন্দের কি সীমা আছে? তাঁহার আহার নাই নিদ্রা নাই, কিসে অভিষেক কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে, নিয়ত তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে সভায় গমন করিয়া দ্রব্যসম্ভার আনয়ন ও সমাগত ব্যক্তি-গণের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়া গেল, সভাগণে সভা পরিপূর্ণ হইল এবং শুভ-লগ্ন অতীত হইবার উপক্রম হইল, তথাপি মহারাজ দশরথ বা গুণনিধি রাম আসিলেন না দেখিয়া লক্ষ্মণ নিতান্ত অধীর ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাদের উদ্দেশে কৌশল্যা-ভবনে গমন করিলেন।

দূর হইতে রামকে দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বলিলেন, "আর্য্য। শুভলগ্ন অতীত হইয়া যায়, তথাপি কি জন্য সভায় যাইতে বিলম্ব করিতেছেন? মহারাজ কি কোন মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে এত বিলম্ব করিতেছেন?" এই কথা না বলিতে বলিতে কৌশল্যার রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণ কৌশল্যার রোদনধ্বনি শুনিয়া একান্ত অস্থির হইলেন এবং দ্রুতপদে নিকটে গিয়া, রামের বনগমনের আদেশ-বৃত্তান্ত

শ্রবণ করিলেন। শ্রবণমাত্র লক্ষ্মণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "কাহার এমন সাধ্য যে গুণনিধি রামকে নির্ব্বাসিত করে? এখনই আমি রামকে রাজসিংহাসনে বসাইব। আমি ধনুঃ ধারণ করিয়া পার্শ্বে অবস্থিতি করিলে, কাহার সাধ্য সিংহাসনের নিকটে আইসে। আর্য্য! আপনি অভিষিক্ত হইতে উদ্যত হউন। যদি অযোধ্যাবাসিগণ আপনার অনিষ্টাচরণে অধ্যবসায় করে, তবে আমি তীক্ষ্ণ শরদ্বারা অযোধ্যা মানবশূন্য করিব। আমি একাকী সমস্ত মহীপালদিগকে নিবারণ করিব।"

নিতান্ত ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মণ এইরূপ বাক্য বলিলে, রাম ধীরনম্রবচনে কহিলেন, "লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার যেরূপ প্রীতি এবং তোমার যেরূপ বল, বিক্রম ও অক্ষোভণীয় তেজঃ আছে, তাহা আমি সকলই অবগত আছি। কিন্তু ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই। পিতা ও গুরুজনের বাক্য এবং প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অন্যথা করা ধার্ম্মিকদিগের কর্ত্তব্য নহে। কৈকেয়ীদেবী আমার পিতার বাক্যানুসারেই আমাকে বনগমনে অনুমতি করিয়াছেন। অতএব আমি পিতৃবাক্য অন্যথা করিতে পারি না।"

লক্ষ্মণ অধোমুখ হইয়া রামের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল নীরব হইলেন; পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সিংহের ন্যায় গ্রীবা ভঙ্গ ও হস্তীর ন্যায় করাগ্র পরিচালনপূর্ব্বক তীর্য্যগ্‌ভাবে রামকে নয়নকটাক্ষদ্বারা অবলোকন করিয়া কহিলেন, "আর্য্য! আপনি ধর্ম্মহানির আশঙ্কা করিতেছেন, কিন্তু এ কার্য্য কখনই ধর্ম্মবিগর্হিত হইবে না। কেন না, পিতা কৈকেয়ীর পাপ মন্ত্রণায় ভরতকে রাজ্যদান করিবার জন্য আমাদিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। তিনি কোন্ যুক্তি

বা ধর্ম্মমার্গ অবলম্বন করিয়া আপনার ন্যায্য প্রাপ্য কৈকেয়ীকে দান করিতেছেন? তিনি আপনার কি দোষ পাইয়া, আপনাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতেছেন? কোন্ ধার্ম্মিক পুরুষ জিতেন্দ্রিয় ঋজুস্বভাব পুত্রকে বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তাঁহারা স্বকার্য্য-সাধনোদ্দেশে শঠতা করিয়া আপনারে পরিত্যাগ করিতেছেন। অতএব আপনি ধর্ম্মহানিভয়ে আর ইতস্ততঃ করিবেন না। আমার বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করুন। পিতার কথা দূরে থাকুক, ত্রিলোকবাসী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া ও আপনার অভিষেকের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। আমি কখনই আপনার অবমাননা সহ্য করিতে পারিব না।" এইরূপ বলিতে বলিতে লক্ষ্মণ প্রবলবেগে বাষ্প বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে, বিষয়ের অনিত্যতা ও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক নানা কথা বলিয়া কহিলেন, "পিতৃআজ্ঞা পালনই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আমি কখনই সেই সনাতন ধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিব না, অতএব তুমি এই সাধুবিগর্হিত অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর।"

লক্ষ্মণ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাম কোন কথাই না শুনিয়া বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন লক্ষ্মণ বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, "আর্য্য! যদি একান্তই মৃগগণসমাকুল বনে বাস করা আপনার অভিপ্রেত হইল, তবে আমি ধনুঃধারণ করিয়া আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব।" রাম শুনিয়া সান্ত্বনাবাক্যে অনেক বুঝাইলেন, অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুই শুনিলেন না,—কহিলেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি আপনার একান্ত অনুরক্ত, আমি আপনা ব্যতিরেকে স্বর্গ,

অমরত্ব, বা সমুদয় লোকের ঐশ্বর্য্য অভিলাষ করি না। আপনি যদি অরণ্যে বা প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করেন, আমি অগ্রে অগ্রে তাহাতে প্রবেশ করিব।" এই বলিয়া শত্রুতাপন লক্ষ্মণ, চীর পরিধান করিয়া রামের সহিত বনগমন করিলেন। ভ্রাতৃপরায়ণ লক্ষ্মণ চতুর্দ্দশবর্ষ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রাম ও জানকীর শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

ভরত।

লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম, বনগমন করিলে, মহারাজ দশরথ অচিরেই পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত রামের বনগমনের পূর্ব্বে হইতেই শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অমাত্যগণ দূত প্রেরণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন, ভরত গৃহে আগমন করিয়া মাতৃসন্নিধানে পিতার মৃত্যু ও রামের বিবাসন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে কহিলেন "মাতঃ! আর্য্য রামচন্দ্র তোমার কি অপরাধ করিয়াছেন যে, তুমি তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিবাসিত করিলে? তুমি কি মনে করিয়াছ রামকে বনে পাঠাইয়া আমি রাজ্যলাভে সুখী হইব? সত্যসন্ধ রামের প্রতি আমার কীদৃশী ভক্তি আছে, তাহা কি তুমি অবগত নহ? হায়! মহাত্মা রাম কি মনে করিতেছেন! তিনি অবশ্যই ভাবিতেছেন, এ কার্য্য আমারই পরামর্শ অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। মাতঃ! এই চিন্তা আমার মর্ম্মভেদী হইয়াছে। তুমি সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া আমার কি না অনিষ্ট করিয়াছ? তুমি আমাকে পিতৃহীন, ভ্রাতৃদ্বয়পরিত্যক্ত ও সমস্ত

লোকের অপ্রীতিভাজন করিয়া আমার মৃত্যুবই কারণ হইয়াছ। তুমি যাহা ভাবিয়াছ, তাহা কদাচ হইবে না। আমি এখনই বনগমন করিয়া রামকে আনয়ন করিব ও তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাসের ন্যায় তাঁহার সেবা করিব।"

ভরত ও শত্রুঘ্ন এইরূপে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিয়া নানা প্রকার বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে কুব্জা মন্থরা নানা, আভরণে ভূষিতা ও সুগন্ধ গন্ধদ্রব্যদ্বারা সর্ব্বশরীর আমোদিত করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং তাহারই বুদ্ধিকৌশলে এই পরম হিতকর কার্য্যের সংঘটন হইয়াছে, এইরূপ বলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিল, মহাবল শত্রুঘ্ন পাপীয়সী কুব্জাকে সকল অনর্থের মূল জানিয়া তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। কুব্জা প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। ভরত মন্থরাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিলেন, "শত্রুঘ্ন! স্ত্রীহত্যা করিলে মহানুভব রাম আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না, সেই জন্যই আমি মাতাকে ক্ষমা করিয়াছি। অতএব পাপীয়সী কুব্জাকে পরিত্যাগ কর।" ভরতের কথায় শত্রুঘ্ন কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ভরত শত্রুঘ্নসহ কৌশল্যাদেবীর গৃহে গমন করিয়া আর্ত্তনাদ সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন এবং পাছে কৌশল্যা মনে করেন, তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে কৈকেয়ী এই বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তজ্জন্য নানা প্রকার শপথ করিলেন। ঐ সকল শপথ বাক্য শ্রবণে ভরতের প্রতি কৌশল্যার সন্দেহ অপনীত হইল। মহর্ষি বশিষ্ঠ ভরতকে তাদৃশ শোকসম্পন্ন দেখিয়া নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া মহা-

রাজের ঔর্দ্ধদেহিক প্রভৃতি কার্য্য সমাধা কর।" পুরোহিতের বাক্যানুসারে ভরত শ্রাদ্ধাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসে প্রভাত সময়ে রাজকার্য্যনির্ব্বাহকারী অমাত্যেরা সকলে মিলিত হইয়া ভরতকে কহিলেন, "হে যশঃ-সম্পন্ন রাজনন্দন! আপনি অধুনা আমাদিগের রাজা হউন, ভাগ্যক্রমেই এক্ষণ পর্য্যন্ত এই রাজ্যবাসী লোকেরা নায়কবিহীন হইয়াও কোন অকার্য্যের অনুষ্ঠান করে নাই, কিন্তু আর আপনার রাজপদ গ্রহণ করিতে বিলম্ব করা উচিত হইতেছে না। অমাত্য, আত্মীয় ও পৌরগণ অভিষেক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগকে পালন করুন।" তাঁহাদিগের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন, "তোমরা আমাকে এরূপ অন্যায় বাক্য বলিতেছ কেন? রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনিই রাজা হইবেন, আমি এখনই অরণ্যে যাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দন রামকে আনয়ন করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিব। ত্বরায় বনগমনের উদ্যোগ কর।"

রাজনন্দন ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া আর্য্যদিগের নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই ভূমণ্ডলমধ্যে আপনি ধন্য, আপনি অনায়াসে এই অযত্নপ্রাপ্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রামকে প্রত্যানয়ন করিতেছেন, আপনার এই কীর্ত্তি সমস্ত লোকমধ্যেই প্রচারিত থাকিবে।"

অচিরে ভরতের রামানয়নগমনের বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অযোধ্যানিবাসী সকল ব্যক্তিই ভরতের সহিত যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। কৌশল্যা কৈকেয়ী সুমিত্রা প্রভৃতি

মহিলাগণ, বশিষ্ঠপ্রমুখ মন্ত্রিবর্গ, সৈন্য সামন্ত ও অযোধ্যানিবাসী জনগণে পরিবৃত হইয়া সশত্রুঘ্ন ভরত জটা ও চীরবসন ধারণ পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম ও চীরবল্কল পরিধান করিয়া চিত্রকূটে বাস করিতেছিলেন। ভরত তাঁহাদিগকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, 'হায়! যিনি মহামূল্য, বসন ভূষণ পরিধান করিয়া অমাত্যপরিবৃত রাজসভামধ্যে সুশোভিত হইতেন, আজি তিনি জটাবল্কল পরিধান করিয়া মৃগগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন।' এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ভেদী-উচ্ছাসভরে অশ্রুপূর্নয়নে 'আর্য্য' এইমাত্র বলিয়া রামের চরণবন্দনা করিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

রাম, ভরতকে চীরবসন-পরিধায়ী, জটাসম্পন্ন, বিষণ্ণবদন ও নিতান্ত দুর্ব্বল দেখিয়া, প্রথমে ভরত বলিয়া চিনিতেই পারেন নাই, পরে চিনিতে পারিয়া তাহার করগ্রহণ ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং সাদর বাক্যে পিতা, মাতা ও রাজ্য-কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণাজিন ও জটা ধারণ করিয়া এখানে আগমন করিয়াছ?" ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "আর্য্য! আমার মাতা কৈকেয়ী স্ত্রীলোক, মহাবাহু পিতা তাঁহার কথা-ক্রমে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে অতিক্রমপূর্ব্বক কনিষ্ঠকে রাজ্যদান করিয়া পুত্রশোকে পীড়িত হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে জননী বিধবা, অনুতাপিতা ও শোকাকুলা হইয়া অন্য সমস্ত বিধবা মাতৃগণ ও প্রজাবর্গের সহিত আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য নিকটে আসিয়াছেন, আমি আপনার সেই দাসই আছি। জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে আপনিই

রাজ্যলাভের অধিকারী। অতএব আপনি ধর্ম্মতঃ রাজ্যলাভ করুন। শারদীয়া যামিনী যেমন বিমল সুধাকর দ্বারা পতিবত্নী হইয়া থাকে, তেমনি সসাগরা ধরা এক্ষণে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া সধবা হউক। এই সকল সচিবমণ্ডলের সহিত আমি নতমস্তকে যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি এই ভ্রাতা, শিষ্য ও দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন করুন।" মহাবাহু কৈকেয়ীতনয় ভরত বাষ্পাকুললোচনে এই সকল কথা বলিয়া পুনর্ব্বার মস্তকদ্বারা রামের চরণ গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দনরবে বনস্থলী কম্পিতা হইল।

রাম পিতৃবিয়োগবৃত্তান্ত অবগত হইয়া শোকে অচেতন হইলেন এবং নানা প্রকার বিলাপ করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি সমাপন করিলেন। পরে ভরতকে বলিলেন, "ভরত! আমি তোমাতে অণুমাত্রও দোষ দর্শন করিতেছি না; জননীকে নিন্দা করাও তোমার উচিত হইতেছে না। উপযুক্ত পুত্রের প্রতি পিতা সকল প্রকার আজ্ঞাই করিতে পারেন। সুতরাং মহারাজ আমাকে চীরবসন ও কৃষ্ণাজিন পরিধান করাইয়া বনেই হউক, বা রাজ্যেই হউক, যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে বাস করাইতে সমর্থ। অতএব মহারাজ দশরথ আমাদের প্রতি যেরূপ আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তদনুসারে তোমারই রাজ্য প্রাপ্ত হওয়া উচিত, আর আমার বল্কলবসন ধারণপূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে বাস করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।" ভরত কহিলেন, "পিতা প্রথমতঃ আপনাকে রাজ্য দান করিয়া পরে মদীয় মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য আমাকে যে রাজ্য দিয়াছেন, তাহা আপনকারই। আমার তাহাতে কোন স্বত্ব জন্মে নাই, সুতরাং উহা গ্রহণ করিতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

রাম কহিলেন "মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, কাল নিয়তই মানবগণকে আকর্ষণ করিতেছে। সুদৃঢ়, বিস্তীর্ণ প্রাসাদ যেমন কালসহকারে জীর্ণ হইয়া অবসন্ন হয়, তেমনি মানবগণ জরা ও মৃত্যুর বশীভূত হইয়া অবসন্ন হইয়া থাকে। যে রজনী অতীত হয়, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। মানবগণ, সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইলে হর্ষ প্রকাশ করে বটে কিন্তু সূর্য্যরশ্মি যেমন জল শোষণ করে, গমনশীল দিবারাত্রি সেইরূপ সমস্ত প্রাণীর পরমায়ু ক্ষয় করিতেছে। যেমন মহাসাগরমধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত পোতদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া কিয়ৎকালানন্তর পুনরায় বিযুক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ পত্নী পুত্র জ্ঞাতি সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুকালের জন্য সংযুক্ত হইয়া পরে বিযুক্ত হয়। এই সকল না বুঝিয়াই নির্ব্বোধেরা অধর্ম্মরত হয়। আমি কখনই বিষয়লোভে পিতৃবাক্য লঙ্ঘনজনিত অধর্ম্ম সঞ্চয় করিব না।"

ভরত কহিলেন, "পিতা বিনাদোষে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। পিতা কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সুপুত্র তাহা শোধন করেন। অতএব আপনি পিতাকে, কৈকেয়ীকে আমাকে এবং সুহৃৎ, পৌর ও জনপদবাসিগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য আমার বাক্যে অনুমোদন করুন। অথবা আমি আপনার পরিবর্ত্তে বনবাস করিয়া পিতৃপালন করি।" জাবালি বশিষ্ঠ প্রভৃতি সকলেই ভরতের এই বাক্যে অভিনন্দন করিয়া রামকে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে অনুরোধ করিলেন, রাম কহিলেন, "আপনাদিগের এ সকল বাক্য যুক্তিমার্গানুসারী হইতেছে না। কেননা পিতা জীবদ্দশায় যাহা অর্পণ করিয়াছেন, তাহা লোপ করা আমার বা ভরতের

উচিত নহে। আমি স্বয়ং সামর্থসত্ত্বে বনবাস করিবার জন্য সাধু-বিগর্হিত প্রতিনিধি প্রদান করিতেও পারি না। তখন ভরত ভ্রাতার চরণে পতিত হইয়া 'তবে আপনি এই রাজ্য অঙ্গীকার করিয়া কাহারও প্রতি স্থাপন করুন' বারংবার এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া বলিলেন, "ভ্রাত। চন্দ্র হইতেও যদি শোভা বিচলিত হয়, হিমালয়ও যদি শৈত্য পরিত্যাগ করেন, এবং সাগর যদি তীরভূমি অতিক্রম করেন, তথাপি আমি পিতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিছুতেই তাহা অন্যথা করিতে পারিব না। আমার অনুমতিক্রমে তুমিই রাজ্যপালন কর।"

যখন ভরত দেখিলেন, রাম কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন না, তখন কহিলেন, "আর্য্য। তবে আপনি এই হেম-ভূষিত পাদুকাযুগলে চরণ অর্পণ করিয়া আমাকে দান করুন, আমি ঐ পাদুকাদ্বয়কে রাজ্যসমর্পণপূর্ব্বক জটাবল্কলধারণ ও ফলমূল ভোজন করিয়া আপনার আগমন প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্ভাগে বাস করিব। যে দিন চতুর্দ্দশবর্ষ সম্পূর্ণ হইবে, সেই দিবস যদি আপনাকে দর্শন করিতে না পাই, তবে হুতাশনে প্রবেশ করিব। "তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পাদুকাদ্বয়ে চরণার্পণপূর্ব্বক মহাত্মা ভরতকে প্রদান করিয়া সমাদরসহকারে ভরত ও শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিলেন। ভরত পাদুকাদ্বয়কে প্রণাম ও মস্তকে গ্রহণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্টচিত্তে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন।

মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া ভরত মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সহিত নন্দীগ্রামে গমন ও তথায় পাদুকাদ্বয়কে সিংহাসনে অভি-ষিক্ত করিয়া, তদুপরি ছত্র ও চামর ধারণ করিলেন এবং মুনিবেশ

ধারণ করিয়া রামের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। তখন রাজ্যঘটিত যে কোন বিষয় উপস্থিত বা যে কোন মহামূল্য উপঢৌকন দ্রব্যাদি আগত হইতে লাগিল, ভরত তাহা অগ্রে পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে রাম প্রত্যাগমন করিলে, ভরত তাঁহাকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইয়া শান্তিলাভ করিলেন।

দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥

এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম এই সকল মহাপুরুষেরাই পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

গুরুভক্তি।

আরুণি।
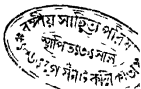
পূর্ব্বকালে আয়োদ ধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও দেব নামে তাঁহার তিন শিষ্য ছিল। ধৌম্য এক দিন আরুণি নামক শিষ্যকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে অনুমতি করিলে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশক্রমে ক্ষেত্রে গমন করিয়া আলি বাঁধিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আলি বন্ধন না হইলে ক্ষেত্রের সমস্ত জল বহির্গত হইয়া গুরুর অত্যন্ত ক্ষতিকর হইবে বুঝিয়া, আরুণি নিতান্ত চিন্তিত হইলেন এবং পুনরায় নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যখন সমস্ত আলি বন্ধন করিতে পারিলেন না, এক স্থান দিয়া প্রবলবেগে জল

নির্গত হইতে লাগিল, তখন অনন্যোপায় হইয়া সেই জলনির্গম-স্থানে আপনি শয়ন করিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে আনিকাপে জলকর্দ্দমপূর্ণ ক্ষেত্রে শয়ান থাকিয়া জলনির্গম নিবারণ করিলেন।

সন্ধ্যা হইলে আরুণি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া, ধৌম্য তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং সেই ক্ষেত্রে যাইয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলে, আরুণি উত্তর দিয়া কহিলেন, "ক্ষেত্রের জল নির্গম নিবারণ করিতে না পারিয়া তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত এখানে শয়ন করিয়া আছি।" ধৌম্য আরুণির তথাবিধ আচরণে চমৎকৃত ও নিতান্ত পরিতুষ্ট হইয়া সত্বর উঠিতে আদেশ করিলেন। তখন আরুণি গুরুর অনুমতি ক্রমে কেদার খণ্ড বিদারণ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন, গুরুর অনুগ্রহে আরুণি অচিরে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন ও উদ্দালক নাম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র যশস্বী হইলেন।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা।

অর্জ্জুনের বনগমন।

পাণ্ডবগণ যখন দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা পরস্পর এই নিয়ম করিয়াছিলেন, আমাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবেন, তখন অন্য কেহ তথায় যাইতে পারিবেন না। যিনি এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে।

একদা কতিপয় তস্কর এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া ত্বরিতপদে অর্জ্জুনের নিকট আগমনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "নৃশংস চৌরগণ আমার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে, ত্বরায় রক্ষা করুন।" ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করিবার জন্য সত্বর দস্যুগণের অনুগমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে যুধিষ্ঠির আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সহিত অধ্যাসীন ছিলেন। অর্জ্জুন দেখিলেন, আয়ুধব্যতিরেকে পলায়িত দস্যুগণের অনুসরণ করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, কিন্তু যদি আয়ুধ আনিবার জন্য আয়ুধাগারে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনজন্য বনগমন করিতে হইবে, অথচ বিলম্ব করিলেও দস্যুগণ পলায়ন করিবে, তখন তিনি মনে মনে কহিলেন, প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘনজন্য মহান্ অধর্ম্মই হউক বা বনে বাসই হউক, ব্রাহ্মণের গোধন রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শস্ত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া হৃষ্টচিত্তে ধনুঃশর গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। অল্পক্ষণমধ্যেই দস্যুগণকে সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের গোধন লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মণের উপকার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সমস্ত গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া মহারাজ ধর্ম্মরাজের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! আপনি দ্রৌপদীসহ আয়ুধাগারে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্বকৃত

প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি করুন। মহাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জ্জুনমুখে এই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং সবাষ্পগদগদস্বরে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! যদি তুমি আমাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি কেবল ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপ্রিয়ানুষ্ঠান করা হয় নাই, আমার সে বিষয়ে সম্মতি আছে। সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র পাপ নাই, অতএব হে মহাবাহো! তুমি আমার বচনানুসারে বনগমনে নিবৃত্ত হও, তোমার ধর্ম্ম লোপ হইবে না, তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্র অবমাননা হয় নাই।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "হে মহারাজ! আপনিই কহিয়াছেন ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না, বিশেষতঃ এইরূপে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে করিতে নিয়মের দৃঢ়তা থাকিবে না। অতএব আমি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। কষ্ট হইবে বলিয়া কর্ত্তব্যকার্য্যে অমনোযোগী হওয়া নিতান্ত অনুচিত।" মহাত্মা অর্জ্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পুরঃসর দ্বাদশ-বর্ষ বনবাসে যাত্রা করিলেন।

চণ্ড।

একদা মিবারাধিপতি রাণা লক্ষ পারিষদ ও সামন্তগণ পরিবৃত হইয়া রাজসভায় বিরাজ করিতেছেন, এমন সময়ে মার-

মারয়াজ রণমল্লের নিকট হইতে নারিকেল ফল লইয়া একজন দূত তথায় উপস্থিত হইল ও কহিল,, যুবরাজ চণ্ডের সহিত নিজ দুহিতার পরিণয়সম্বন্ধ করিয়া মহারাজ রণমল্ল এই নারিকেল পাঠাইয়াছেন।’ চণ্ড তখন রাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন না; রাণা যথাযোগ্য সম্মানের সহিত দূতকে অভ্যর্থনা করিয়া মারবারবাজ্যের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, চণ্ড এখনই আসিয়া এ প্রস্তাবে সম্মতিদান করিবেন। দূত উপবেশন করিলে রাণা পক্ক গুম্ফ মর্দন করিতে করিতে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, ‘আমাদের ন্যায় শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের জন্য আপনারা এরূপ খেলার সামগ্রী প্রেরণ করেন না।” ঐ কৌতুকাবহ বচন শুনিয়া সভাস্থ সকলেই হাসিয়া উঠিল।

ঐ বিদ্রূপাত্মক-বাক্যের আন্দোলন করিয়া সকলেই হাস্য করিতেছেন, এমন সময়ে যুবরাজ চণ্ড সভায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন। পিতা যে কৌতুকপরবশ হইয়া উক্ত বাক্য বলিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিলেন, তথাপি তাঁহার মনে হইল, যে রমণীকে পিতা মুহূর্ত্তের জন্যও আপনার মনে করিয়াছেন, সে রমণীকে তিনি বিবাহ করিতে পারেন না। তিনি যত চিন্তা করিলেন, ততই তাঁহার বোধ হইল এ কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্ম-জনক। পরিশেষে তিনি ঐ কন্যা বিবাহ করিবেন না বলিয়া স্থির করিলেন। রাণা শুনিয়া নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু চণ্ড কিছুতেই বুঝিলেন না, তখন রাণা বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। কেননা, রাজপুতদিগের মধ্যে নারিকেল ফল প্রেরিত হইলে, যদি সে সম্বন্ধ স্থির করা না হয়, তাহা হইলে কন্যাপক্ষকে নিতান্ত অপমানিত করা হয়। সুতরাং এ বিবাহ

না হইলে রণমল্লের নিতান্ত অপমান হইবে। সে জন্ম তিনি পুত্রকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল, এ বিবাহ যে গর্হিত নয়, তাহা চণ্ড কিছুতেই বুঝিলেন না। পরিশেষে রাণা কহিলেন, তুমি বিবাহ না করিলে মারবারের রাজের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমার যেমন শান্তিসুখের ব্যাঘাত হইবে, তোমারও সেইরূপ রাজ্যাধিকার লুপ্ত হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, যদি সেই রমণীর গর্ভে পুত্রসন্তান প্রসূত হয়, তাহা হইলে সেই পুত্র এই রাজ্যের অধিকারী হইবে'' এই কঠোর বাক্যে তেজস্বী চণ্ডের একটী মাত্র কেশও কম্পিত হইল না। তিনি অটল ও স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া অকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "হাঁ পিতঃ, আমি ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তাহা হইলে আমি উত্তরাধিকার স্বত্ব আপনিই পরিত্যাগ করিব।" তখন রাণা অনন্যোপায় হইয়া স্বয়ং সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। বহুতর পুত্র পৌত্র সত্বেও এই বৃদ্ধ দশায় তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত বিবাহ করিতে হইল।

এই রমণীর গর্ভে রাণার এক পুত্র সন্তান জন্মিল, তাহার নাম মকুলজী। মকুলজী পঞ্চমবর্ষে উপনীত হইলে, রাণা শুনিলেন, যবনেরা পুণ্যতীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করিয়াছে। তিনি সেই পবিত্র তীর্থ যবন-গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে এই নিদারুণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যে তিনি প্রত্যাগত হইবেন, সে বিশ্বাস একবারও করিলেন না, এই জন্য পরিণামে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ অন্তর্বিপ্লব সমুত্থ না হয়, তাহার উপায় চিন্তা করিলেন।

তিনি রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলে যাহাতে রাজ্যমধ্যে কোনরূপ অন্তর্বিপ্লব সমুদ্ভূত না হয়, তাহার অনুষ্ঠানই তাঁহার তখন প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল। এই জন্য কে যে উত্তরাধিকারী হইবে, কে কে মিবাবরাজ্য প্রাপ্ত হইবে, রাণা তখন চণ্ডের সহিত সে সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া কেবল এই মাত্র কহিলেন, "আমি যে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা উদ্‌যাপন করিয়া আবার যে জীবন লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিব, এরূপ আশা করি না। যদি আমি আর প্রত্যাগত হইতে না পাবি তাহা হইলে মকুলের উপজীবিকার উপায় কি?—তাহা হইলে মকুলের জন্য কোন্ সম্পত্তি নির্দ্ধাবিত হইবে?" তেজস্বী চণ্ড স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ধীর ও গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "চিতোরের রাজাসন।" এই সরল ও অত্যুদার উত্তরে পাছে রাণার হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়, এই জন্য বিজ্ঞ চণ্ড পিতার গয়াযাত্রার পূর্ব্বেই মকুলের অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিতে চাহিলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অদ্ভুত আত্মত্যাগ দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইল। অচিরে অভিষেক-কার্য্যের আয়োজন হইল, পঞ্চমবর্ষীয় বালক মকুলকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিয়া বীরবর চণ্ড তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে রাজোপযোগী সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অনুগত ও সুবিশ্বস্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই মহৎ ত্যাগস্বীকারের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে মন্ত্রভবনে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদত্ত হইল এবং ইহাও বিধিবদ্ধ হইল যে, সেই দিন হইতে যে কোন সামন্তকে ভূমিবৃত্তি প্রদান করা হইবে, তাহার দানপত্রে রাণার স্বাক্ষরের শিরোভাগে চণ্ডের ভল্লচিহ্ন অঙ্কিত থাকিবে। সেই দিন হইতে চিতোরের অধিপতিগণ

যাহাকে যে ভূমিবৃত্তি দান করিয়াছেন, তাহার শিরোদেশে শালুম্বাপতিবং* উদ্ভচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

চণ্ডের হৃদয় যে মহত্ত্ব, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রভৃতি সুন্দর গুণগ্রামে বিভূষিত ছিল, তাহা তদীয় অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের বিষয় মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারিবে। অপ্রাপ্তব্যবহার কনিষ্ঠ মকুলের এবং সমগ্র মিবাররাজ্যের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য তিনি অতি সরলভাবে সুদক্ষতার সহিত শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার সংসাধন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সেই রাজক্ষমতার পরিচালনা মকুলের জননীর হৃদয়ে বিষরাশি ঢালিয়া দিতে লাগিল। রাজমাতা মনে করিয়াছিলেন, পুত্রের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন, কিন্তু তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না, সুতরাং তাঁহার মনোবেদনার সীমা রহিল না। কুটিল হিংসাবিদ্বেষের প্ররোচনায় তিনি পবিত্র কৃতজ্ঞতাকে হৃদয়ে স্থান দিলেন না। যে চণ্ডের অসীম আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে তিনি কখনই মিবারের রাজমাতা হইতে পারিতেন না, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া প্রকৃত রাক্ষসী ও পিশাচীর মূর্ত্তিধারণ করিয়া সেই চণ্ডের অনিষ্ট ও অপযশ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অকৃতজ্ঞা রাজমাতা বীরবর চণ্ডের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠান ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের সহিত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কোনরূপ ছিদ্রের অনুসন্ধান না পাইয়া শুদ্ধ অমূলক সন্দেহ ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া চণ্ডের

---

*চণ্ডবংশোদ্ভব সর্দ্দারগণের আবাসভূমির নাম শালুম্ব্রা। এই জন্য তাঁহাদিগকে শালুম্বাপতি বলে। মিবারের সর্দ্দারগণের মধ্যে শালুম্বাপতিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠানে দোষারোপপূর্ব্বক বলিলেন, "চণ্ড রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার সুযোগে প্রকৃত রাজক্ষমতার পরিচালনা করিতেছেন, তিনি রাণা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন না বটে, কিন্তু ঐ উপাধিটীকে শূন্য নামমাত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

তেজস্বী চণ্ড ক্রমে ক্রমে সমস্ত জানিতে পারিলেন। তাঁহার উন্নত হৃদয়ে ঘোরতর আঘাত প্রাপ্ত হইল। তিনি হৃদয় পাতিয়া শত্রুর বিষাক্ত তীক্ষ্ণ ছুরিকা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু এরূপ অন্যায় অপযশ মুহূর্ত্তের জন্যও সহ্য করিতে পারেন না। এই অন্যায় ও অযৌক্তিক দোষারোপ ও সন্দেহের জন্য তিনি বিমাতাকে সুমিষ্ট তিরস্কার করিয়া, পরিশেষে ধীরভাবে বলিলেন, "আমার যদি চিতোরের রাজসিংহাসনে বসিবার অভিলাষ থাকিত, তাহা হইলে কে আজি আপনাকে রাজমাতা বলিয়া সম্বোধন করিত? ভাল, এক্ষণে আমি চলিলাম, রাজ্যশাসনের ভার এখন আপনারই হস্তে সমর্পিত হইল, এখন একমাত্র আপনারই উপর রাজ্যের সুখদুঃখ ও সম্পদ্‌বিপদ্ নির্ভর করিতেছে; দেখিবেন, শিশোদীয়কুলের গৌরবসম্ভ্রম যেন এককালে নষ্ট না হয়।" এই বলিয়া উদারহৃদয় চণ্ড, চিতোর পরিত্যাগ করিয়া মান্দুরাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মান্দুরাজ তাঁহার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে ও যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে গ্রহণ করিলেন, এবং হল্লারনামক জনপদ তাঁহাকে ভূমিবৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিলেন।

চণ্ড মিবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, রাজমাতার ভ্রাতা ও পিতা আসিয়া বালকের রক্ষক হইলেন। ক্রমে তাঁহারা ভক্ষক হইয়া উঠিলেন। রণমল্লই প্রকৃত রাণা হইলেন।

মকুলের মাতা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পরিশেষে বুঝিলেন, অচিরেই তাঁহার পুত্র হত হইবেন ও মিবার মারবারের অধীন হইবে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, চণ্ডকে বিদায় করিয়া আপনার পায়ে আপনি কুড়ালি প্রহার করিয়াছেন। পরিশেষে উপস্থিত সর্ব্বনাশ নিবারণের কোন উপায় না দেখিয়া সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চণ্ডের নিকট লোক পাঠাইলেন। পরিণামদর্শী চণ্ড মিবার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মিবারের যে এইরূপ অবস্থা ঘটিবে ও রাজমাতাকে যে তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন; এইজন্য তিনি সমস্ত সংবাদ রাখিতেন ও মিবার উদ্ধার করিবার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে বিমাতার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উদ্যোগী হইলেন ও বিশেষ দক্ষতার সহিত সুকৌশলে রাঠোরদিগের হস্ত হইতে মিবার উদ্ধার করিলেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, কনিষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করিয়া কায়-মনোবাক্যে রাজ্যের মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন।

দান।

কর্ণ।

মহাবীর দাতৃবর কর্ণ মধ্যাহ্নসময়ে অবগাহনানন্তর সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া সবিতাদেবের স্তুতি করিতেন। ঐ সময়ে যে ব্রাহ্মণ যাহা যাচ্ঞা করিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে

তাহাই প্রদান করিতেন। কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। সে সময়ে কোন বস্তুই তাঁহার অদেয় ছিল না।

একদা রজনীযোগে কর্ণ মহামূল্য শয়নে শয়ান ও নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন, একজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল, "আমি সূর্য্য; সৌহার্দ্দ-বশতঃ তোমার হিতকর বাক্য বলিতে আসিয়াছি। সাধুগণ তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক, কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কর না, এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিবেন। যদি উহা প্রদান কর, তাহা হইলে তুমি অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। তুমি কবচ ও কুণ্ডলযুগলসম্পন্ন বলিয়াই সমরে অরাতিগণের অবধ্য হইয়াছ। মহাবীর সব্যসাচী অর্জ্জুন নিয়তই তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে। কিন্তু তুমি কবচকুণ্ডলসম্পন্ন থাকিলে ইন্দ্রের সাহায্যেও তোমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না। অতএব যদি অর্জ্জুনকে সমরে পরাজিত করিতে বাসনা কর, তাহা হইলে কদাচ কবচকুণ্ডল দান করিও না।"

নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কর্ণ স্বপ্নের কথা বারংবার চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন, "যদি স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য হয়, তবে কি বলিয়া আমি ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিব? প্রাণের মমতায় ব্রত ভঙ্গ করিব? অর্থী আমার নিকট হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে? ইহা আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না। ভগবান দিবাকর স্নেহপরবশ হইয়া আমার জীবন রক্ষার জন্য এই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু জীবন ত চিরকাল থাকিবে না। সেই

নশ্বর জীবনের মমতায় কীর্ত্তিক্ষয়কর ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করা কি বিবেকিগণের কর্ত্তব্য? কখনই না।” দাতা কর্ণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নানার্থ গমন করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া যথাসময়ে কর্ণসমীপে আগমনপূর্ব্বক কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিলেন। কর্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্য জানিয়া সূর্য্যের উপদেশানুসারে ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রকে কহিলেন, “দ্বিজেন্দ্র! কবচ ও কুণ্ডল আপনি কি করিবেন? উহার পরিবর্ত্তে আপনি অন্য যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন। অপরিমিত সুবর্ণ, অসংখ্য গো বা গ্রাম যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন।” ইন্দ্র পাণ্ডবগণের উপকার করিবার জন্যই আসিয়াছেন, কবচসম্পন্ন থাকিলে কেহই কর্ণকে বধ করিতে পারিবে না, সেই জন্য কবচ হরণ করাই তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায়, সুতরাং কহিলেন, “আমি অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। যদি আপনি যথার্থ সত্যব্রত হন, তবে আপনার কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদান করুন।” কর্ণ কহিলেন, “দ্বিজবর! বর্ম্ম আমার জীবনস্বরূপ, বর্ম্ম ও কুণ্ডলবিহীন হইলে শত্রুগণ আমারে বিনাশ করিবে, বিশেষতঃ উহা সহজে উন্মোচন করিতে পারা যায় না, অস্ত্রদ্বারা ছেদন না করিলে উহা আমার শরীর হইতে উন্মুক্ত হইবে না, অতএব আপনি অন্য যাহা ইচ্ছা হয়, প্রার্থনা করুন। আপনি রাজ্য গ্রহণে অভিলাষী হইলেও তাহা প্রদান করিব।” কিন্তু ব্রাহ্মণের কুণ্ডলেরই প্রয়োজন, সুতরাং তিনি কর্ণের কোন কথাই শ্রবণ করিলেন না। তখন কর্ণ শাণিতাস্ত্র দ্বারা আপনার চর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদান করিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিন্মাত্র বিবর্ণ হইল না, প্রত্যুত তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র কর্ণের ঈদৃশ

অলৌকিক আচরণে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে যে কোন মহাবল পরাক্রান্তকে তুমি সংহার করিতে পারিবে। কিন্তু একজন ভিন্ন দুইজন ইহা দ্বারা বিনষ্ট হইবে না এবং একবার ব্যবহৃত হইলে আর ইহা দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না।"

কর্ণ অর্জ্জুনবধার্থে ঐ অস্ত্র যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিলেন। কিন্তু ভীমতনয় ঘটোৎকচের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহারই প্রতি সেই অস্ত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়েন।

ন্যায়পরতা।

রাণা রায়মল্ল।

রাজপুতানার অন্তর্গত তক্ষ-শীলা (তোড়াতঙ্ক) নগর রাও সুরতান নামক জনৈক চালুক্যবংশীয় রাজপুতের অধিকারভুক্ত ছিল। লীলনামক জনৈক আফগানবীর বলপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই নগর হইতে বিতাড়িত করেন। রাও সুরতান বিতাড়িত হইয়া নিতান্ত মনোদুঃখে আরাবল্লির পাদস্থিত বেদনোর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা নাম্নী তাঁহার একটী পরম রূপ-লাবণ্যবতী দুহিতা ছিল। সেই তারাই তাঁহার দুঃখনিশার একমাত্র তারা ছিলেন। যখন সুরতান নিদারুণ মনোবেদনায় নিপীড়িত হইতেন, তখন সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী তারার মুখকমল দেখিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেন। তারাবাই যখন শৈশব-কালে পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিতেন, তখন সুরতান আপন পিতৃপুরুষগণের গৌরবগরিমার নানা গল্প বলিতেন। সেই

সকল গল্প শুনিয়া তারাবাই আপনার ও পিতার আধুনিক দুরবস্থার বিষয় জানিতে পারিলেন। সেই শৈশবকালেই তাঁহার মনে পিতার দুঃখমোচনে আগ্রহাতিশয় জন্মিল। সেইজন্য তিনি বাল্যকাল হইতে পুরুষোচিত বেশ পরিধান পূর্ব্বক অশ্বারোহণ ও করে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন; দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে করিতে তিনি অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারিতেন। রাও সুরতান ঐ কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কয়েকবার তোড়া উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ হয় নাই বটে, কিন্তু তারার রণাভিনয় দর্শনে সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অনেক সুদক্ষ যোদ্ধার মস্তক অবনত হইয়াছিল, অনেক যবনসেনা তাঁহার শরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

সর্ব্বত্র তারার অনুপম রূপলাবণ্য ও অসামান্য বীরত্ববিবরণ প্রচারিত হইল ও অনেক রাজপুত তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া আগমন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাও সুরতান তাঁহার বিবাহের এক অপূর্ব্ব পণ স্থির করিলেন। তিনি পণ করিলেন, "যে রাজপুত্র যবনদিগের নিকট হইতে তোড়া উদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনিই তারার পাণিগ্রহণ করিবেন।" মিবারাধিপতি রাণা রায়মল্লের তৃতীয় পুত্র জয়মল্ল তারার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলেন কিন্তু তিনি রাও সুলতানের পণের প্রতি মনোযোগ না করিয়া অন্যায় উপায়ে অগ্রেই তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাও সুরতান জয়মল্লের সেই অন্যায়াচরণে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিলেন।

*রায়মল্লের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সংগ্রামসিংহ দ্বিতীয়

পৃথ্বীরাজের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া দেশত্যাগী ও অনুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন এবং পৃথ্বীরাজ ঐ জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। সুতরাং কেবল জয়মল্লই পিতার একমাত্র অবলম্বন ও রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। কিরূপে সেই জয়মল্লের নিধনবার্ত্তা রাণার কর্ণগোচর করিবেন, এবং রাণা শুনিলে না জানি সুরতানের কি দুরবস্থা হইবে, এই সকল ভাবিয়া সকলে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু অবিলম্বে সকলের সে উদ্বেগ দূর হইল। রাণা ধীরভাবে পুত্রের নিধনবার্ত্তা আমূলতঃ শ্রবণ করিলেন, সুরতানের উপর কিঞ্চিন্মাত্রও বিরূপ হইলেন না। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদারভাবে বলিলেন, "যে কুলাঙ্গার পুত্র সম্ভ্রান্ত ও বিপন্ন রাজপুতকে অবমানিত করে ও আত্মকুলে কালিমা ঢালিয়া দেয়, তাহার এইরূপ শাস্তিই বিহিত, অতএব সুরতান উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।" এই বলিয়া রাণা পারিতোষিক স্বরূপ বেদনোর জনপদ সুরতানকে প্রদান করিলেন। এই অত্যাদার ন্যায়পরতার জন্য রায়মল্লের নাম চিরস্মরণীয় হইবে। পৃথিবীর কোন দেশে এরূপ অদ্ভুত ন্যায়মূর্ত্তির আবির্ভাব হয় নাই।

কিছুদিন পরে পৃথ্বীরাজ পিতার স্নেহদৃষ্টিতে পতিত হইলেন ও স্বদেশে আসিয়া তোড়া হইতে যবনগণকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া বীররমণী তারার পাণিগ্রহণ করিলেন। বীরা তারাবাই সে যুদ্ধে যথেষ্ট বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আতিথেয়তা।

পৃথ্বীরাজ ও সূর্য্যমল্ল।

সংগ্রামসিংহ (সঙ্গ) অনুদ্দিষ্ট, পৃথ্বীরাজ বিবাসিত ও জয়মল্ল নিহত হইলে, রাণা রায়মল্লের ভ্রাতা সূর্য্যমল্ল মিবারের সিংহাসন পাইবেন আশা করিয়া নিতান্ত উল্লাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ পিতার স্নেহপাত্র হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার সে আশার মূলচ্ছেদ হইল। তখন দুর্দ্ধর্ষ সূর্য্যমল্ল বিক্রম-সহকারে অভীষ্টসিদ্ধি করিবার মানসে সারঙ্গদেবনামা জনৈক রাজপুত ও মালবপতি মজাফরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, মিবা-রের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত প্রদেশ আক্রমণ করিলেন ও কয়েকটী বিশাল প্রদেশ হস্তগত করিয়া চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন রাণা রায়মল্ল আর উপেক্ষা করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে রাণার নিকটে অধিক সৈন্য ছিল না, এজন্য স্বয়ং অসি ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইল, রাণার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল ও অবশেষে মূর্চ্ছাগমের পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশিত হইল। এমন সময়ে পৃথ্বীরাজ সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে আগমন করিলেন। প্রবল বলশালী পৃথ্বীরাজ রাণাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অন্তরিত করিয়া ভীমবিক্রমের সহিত সূর্য্যমল্লের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহাদের ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতে লাগিল; সূর্য্যমল্লের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। সে দিন কোন পক্ষেরই জয় পরাজয়ের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত

হইল না। বেলাবসানে যুদ্ধ হইতে ক্লান্ত হইয়া উভয় দল শিবিরে গমন করিল।

শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রণশ্রান্তি দূর করিয়া, বীরবর পৃথ্বীরাজ স্বীয় পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তদীয় ক্ষুদ্র পটগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সূর্য্যমল্ল একটী সামান্য শয্যার উপর শায়িত, তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। একজন নাপিত সেই সমস্ত ক্ষতস্থল ধৌত করিয়া সীবনপূর্ব্বক তদুপরি পটবন্ধনী সংলগ্ন করিতেছে। যে ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার প্রচণ্ড প্রতিযোগী, যাঁহা হইতে তিনি এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, যাঁহাকে রণস্থলে নিপাতিত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া, বীরহৃদয় সূর্য্যমল্ল শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথাবিহিত সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। উভয়ের আকার ও ইঙ্গিতে এরূপ ভাব প্রতীয়মান হইল, যেন তাঁহাদের মধ্যে কখনও কোন প্রকার দ্বন্দ্ব বা বিবাদ উপস্থিত হয় নাই, যেন সূর্য্যমল্ল সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময়। শয্যা হইতে উত্থিত হইবার সময় চাড় লাগিয়া তাঁহার ক্ষতমুখ সমূহ পুনর্ব্বার ফাটিয়া গেল, অমনি তন্মধ্য হইতে রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পৃথ্বীরাজের হৃদয়ে আঘাত লাগিল, কিন্তু সূর্য্যমল্লের মুখমণ্ডলে কোনরূপ কষ্টের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না। তিনি আপন ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজকে আসনে বসাইলেন।

পৃথ্বীরাজ উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাকা! আপনার ক্ষতগুলি কেমন আছে?" সূর্য্যমল্ল প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "বৎস! তোমাকে দেখিয়া আমার এত আনন্দ হইয়াছে যে,

আমি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছি।” পৃথ্বীরাজ বলিলেন, ‘কাকা! আমি এখনও দেবদেব একলিঙ্গের সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, আপনাকে দেখিবার জন্যই তাড়াতাড়ি এখানে আসিলাম, কিন্তু আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি, আপনার নিকটে কোন খাদ্যদ্রব্য আছে?”

সূর্য্যমল্ল সাতিশয় আনন্দিত হইলেন, অচিরে পানভোজনাদি সজ্জিত হইল। উভয়ে এক পাত্রে ভোজন করিলেন, পৃথ্বীরাজের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না, এমন কি বিদায়-কালে তাম্বুলচর্ব্বণ * করিতেও অণুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। পিতৃব্যের নিকট বিদায় লইবার সময় পৃথ্বীরাজ ধীরনম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন কাকা! কল্য প্রাতে আপনাতে আমাতেই যুদ্ধশেষ করিব?” সূর্য্যমল্ল বলিলেন, “উত্তম। তবে বৎস, খুব প্রাতে আসিও।”

পরদিন যুদ্ধে সূর্য্যমল্ল পরাজিত হইলেন। জগতের ইতিহাসে অন্য কোন জাতির চরিত্রে এরূপ মাহাত্ম্যের -এরূপ আতিথেয়তার প্রকৃত প্রতিবিম্ব পরিলক্ষিত হয় না।

মুদ্গল।

কুরুক্ষেত্রে সত্যবাদী অসূয়াশূন্য জিতেন্দ্রিয় মুদ্গল নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তিনি উঞ্ছ কপোতবৃত্তিমাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ, অতিথি-সৎকার ও অন্যান্য ধর্ম্মকর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। তিনি কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এক পক্ষে এক

* বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিগণ প্রায়ই তাম্বুলের সহিত বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দিয়া থাকে।

দ্রোণ ব্রীহি উপার্জ্জন করিতেন এবং পশ্চাত্তে তদ্দ্বারা দেবতা ও অতিথিগণের পূজা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পুত্র কলত্র সমভিব্যহারে তাহাই উপভোগ করিয়া জীবনধারণ করিতেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা, পরম ধার্ম্মিক ব্রতপরায়ণ মুদ্গলের এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম। আমি অন্নার্থী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।" মহর্ষি মুদ্গল অকপট ভক্তিসহকারে ক্ষুধিত দুর্ব্বাসাবে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। সাতিশয় ক্ষুধিত দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে মুদ্গলের গৃহস্থিত সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন। পরপর্ব্বাহেও তিনি তথায় আগমনপূর্ব্বক মুদ্গলের সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

মহর্ষি মুদ্গল নিরাহারে পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে পুনরায় উঞ্ছবৃত্তির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কি ক্ষুধা, কি ক্রোধ, কি মাৎসর্য্য, কি অবমাননা, কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষুণ্ন করিতে পারিল না। তিনি এইরূপে ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিহারপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। মহাতপা দুর্ব্বাসাও পর্ব্বে পর্ব্বে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসা ক্রমে ক্রমে ছয় বার মুদ্গলের সমস্ত অন্ন ভোজন করিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ নিরীক্ষণ করিলেন না, প্রত্যুত সতত তাঁহারে বিশুদ্ধমনাই দেখিলেন।

তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 'হে মহাত্মা মুদ্গল। "ইহলোকে আপনার সমান মাৎসর্য্যবর্জ্জিত দাতা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষুধা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধৈর্য্যনাশ করে, রসনা রসের দিকেই সতত ধাবমান হয়, মন অতি চঞ্চল ও দুর্নিবার, তাহারে বশীভূত করা অতি কঠিন। এই সকল কারণে শ্রমোপার্জ্জিত

দ্রব্য পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর, কিন্তু এ সমস্ত প্রবল বাধা সত্ত্বেও আপনি অনায়াসে বার বার মুখের অন্ন পরিত্যাগ করিয়া অতিথি সেবা করিতেছেন। আমি আপনার সহিত একত্র মিলিত হইয়া পরম প্রীত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। ইন্দ্রিয়সংযম, ধৈর্য্য, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম সমুদায়ই আপনাতে বর্ত্তমান আছে।”

প্রত্যুপকার।

বকবধ।

পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ব্রাহ্মণবেশে নানা স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক একচক্রা নগরে আসিয়া বহুদিন অবস্থিতি করেন। তথায় তাঁহারা এক ব্রাহ্মণের নিকেতনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। দিবাভাগে পঞ্চভ্রাতা নানা স্থানে পর্য্যটন ও ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, সন্ধ্যার সময়ে তাহা জননীর নিকটে আনিয়া দিতেন। ভোজরাজদুহিতা কুন্তী ঐ ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য বন্টন করিয়া সকলকে বিভাগ করিয়া দিতেন ও অবশিষ্ট আপনি ভোজন করিতেন।

একদা ঘটনাক্রমে ভীম ভিক্ষায় বহির্গত হইলেন না। যুধিষ্ঠিরাদি চারি ভ্রাতা ভিক্ষায় বহির্গত হইলে, কুন্তী ভীমসহ ব্রাহ্মণ-নিকেতনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। কুন্তী ক্রন্দনশব্দ শ্রবণে ব্রাহ্মণের বিপদাশঙ্কা করিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং অমৃতময় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “আপনারা কি নিমিত্ত রোদন করিতেছেন বলুন, যদি আমাদের

সাধ্য হয়, তবে অবশ্য আপনাদের দুঃখ মোচন করিব।” ব্রাহ্মণ কহিলেন, “আমার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা মোচন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। হে মনস্বিনি! এই রাজ্য যে রাজার অধিকারভুক্ত, তিনি নিতান্ত অবোধ, দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য। এই নগরের উপর তাঁহার কিছুমাত্র যত্ন নাই। এই নগরসমীপে বকনামে এক রাক্ষস বাস করে, কার্য্যতঃ সেই রাক্ষসই এক্ষণে নগরের অধিপতি হইয়াছে। সে অন্যরূপ রাজস্ব গ্রহণ করে না, তাহাকে প্রতিদিন একজন মনুষ্য, বিংশতি খারীপরিমিত তণ্ডুল ও দুইটা মহিষ ভোজনার্থে প্রদান করিতে হয়। নগরবাসীরা পর্য্যায়ক্রমে রাক্ষসকে ঐরূপ আহারীয় দিয়া থাকে। অদ্য আমার পর্য্যায় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমার সংসারে আমি, আমার স্ত্রী, একটী শিশুপুত্র ও একটী কন্যামাত্র আছে, আর কেহই নাই। এক্ষণে কে বলি লইয়া রাক্ষসসমীপে গমন করিবে, এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। আমি যাইতে ইচ্ছা করিলে গৃহিণী তাহাতে বাধা দিয়া আপনিই যাইতে চাহেন, পুত্র কন্যা আমাদের কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। আমি পূর্ব্বেই এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার গৃহিণী, কুটুম্ব ও জন্মস্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন নাই। এক্ষণে নিরুপায় হইয়া রোদন করিতেছি।” ব্রাহ্মণ এই সকল কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে কন্যা কহিল, “কিছুদিন পরে আমাকে অবশ্য পরের গৃহে যাগ করিতে হইবে। বিশেষতঃ আমার অনিষ্টে কাহারও কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। আপনাদের অনিষ্টে আমার ও আর সকলেরই অনিষ্ট হইবে। অতএব আমিই রাক্ষসসমীপে গমন করিব।” কন্যার কথা শুনিয়া সকলে

দ্বিগুণবেগে রোদন করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে শিশু পুত্র কহিল, "তোরা কাঁদিতেছিস্ কেন? আমি এই তৃণের আঘাতে রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিব!" বালকমুখনিঃসৃত আধ আধ স্বরে উচ্চারিত ঐ বাক্য তাঁহাদিগকে আরও ব্যাকুল করিল।

কুন্তী আশ্রয়দাতার এই নিদারুণ বিপদে নিতান্ত কাতর হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই ব্রাহ্মণগৃহে আমরা পরম সুখে বাস করিতেছি, ব্রাহ্মণ আমাদিগকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও সমাদর করেন। এ পর্য্যন্ত আমরা ইহাঁর কোন উপকারই করি নাই। এই মহা বিপদের সময় যদি ব্রাহ্মণের উপকার করিতে না পারি, তবে জীবন ধারণ করা বৃথা। যে ব্যক্তি উপকারীর উপকার না করে, তাহার জীবন বিড়ম্বনামাত্র। এই বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ। আপনি আর বিষাদ করিবেন না, আমার পাঁচ পুত্র, তাহাদের মধ্যে এক জন আপনার হিতার্থে বলি হইয়া রাক্ষসসমীপে গমন করিবে।"

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে শুভে। একে আপনারা ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি, অতি অভদ্র অধার্ম্মিক লোকেরাও স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে অতিথি ব্রাহ্মণের প্রাণনাশ করে না। অতিথির নিমিত্ত আপনার প্রাণ বা তদপেক্ষা প্রিয় আত্মজ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। আমি কি করিয়া তাহার বিপরীত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? তোমার পুত্রনাশ অপেক্ষা আমার আত্মত্যাগই শ্রেয়ঃ। কারণ আমি স্বয়ং রাক্ষসসমীপে গমন করিয়া তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, আমার আত্মহত্যার পাপ হইবে না, যে হেতু আমি অগত্যা এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আর যদি তাহা না করিয়া তোমার পুত্রকে সেখানে পাঠাই, তাহা হইলে আমি অতিসন্ধীকৃত ব্রাহ্মণ-বধ জন্য দারুণ পাতক হইতে

কখনই পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। পণ্ডিতগণ গৃহাগত, শরণাগত ও ভিক্ষার্থী ব্যক্তির বধ নিতান্ত নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব অদ্য আমি প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে রাক্ষসহস্তে প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি আপনার পুত্রবধে কদাপি সম্মত হইব না।"

কুন্তী কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! আমি যে পুত্রকে রাক্ষসসমীপে প্রেরণ করিব, রাক্ষস কখনই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। আমার সেই পুত্র সাতিশয় বলবান্ ও তেজস্বী। সে রাক্ষসসমীপে তাহার ভোজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবে এবং নিশ্চয়ই তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে আত্মরক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন করিবে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় রাক্ষস আমার সেই পুত্রের সহিত সংগ্রাম করিয়া সমবশারী হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ কুন্তীর এই অমৃতোপম বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া ভার্য্যা সমভিব্যাহারে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিলেন। তখন কুন্তী ও ব্রাহ্মণ উভয়ে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া রাক্ষসবধার্থ গমন করিতে অনুরোধ করিলেন; ভীম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাহাদের অভিলষিত সম্পাদন করিতে স্বীকার করিয়া গমনোদ্যোগী হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ গৃহে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং জননীকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন, "মাতঃ! আপনি কি নিমিত্ত পরপুত্র-রক্ষার্থে স্বীয় পুত্রবিনাশরূপ লোকবেদবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইলেন? দেখুন, যাহার বাহুবলমাত্র আশ্রয় করিয়া আমরা দুর্জ্জনাপহৃত রাজ্য প্রত্যুদ্ধার করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সুখে নিদ্রা যাই, যাহার পরাক্রম চিন্তা করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন

শকুনি সমভিব্যাহারে বজনীযোগেও নিদ্রিত হইতে পারে না, যাহার বীর্য্যপ্রভাবে আমরা জতুগৃহদাহ ও অন্যান্য অনেক অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, যে মহাবীরের পরাক্রমমাত্র অবলম্বনে আমরা এই বসুপূর্ণা বসুন্ধরা আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছি, আপনি কোন্ সাহসে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? বোধ হয় দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে।"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস যুধিষ্ঠির! তুমি কেন এ বিষয়ে বৃথা সন্তাপ করিতেছ? আমি যে বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এরূপ সন্দেহ করিও না। দেখ, আমরা এই ব্রাহ্মণের নিকেতনে পরমসুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না। ব্রাহ্মণ আমাদের যথেষ্ট সৎকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। হে পুত্র! আমি তজ্জন্য এই মহোপকারক ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ব্যক্তি পরকৃত উপকার প্রাণান্তেও বিস্মৃত হয় না ও অন্যে যে পরিমাণে উপকার করিয়াছে, তদপেক্ষা বহুগুণ উপকার দ্বারা তাহার পরিশোধ দেয়,' সেই যথার্থ মনুষ্য। আমি জতুগৃহদাহ ও হিড়িম্ববধসময়ে ভীমের পরাক্রম বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি। ভীমপরাক্রম ভীমসেন অযুত মত্তহস্তিতুল্য বলশালী। ঐ মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর আমাদিগকে বারণাবত নগর হইতে উদ্ধার করিয়াছে। উহার তুল্য বলশালী আর কেহই নাই; বোধ হয়, সে যুদ্ধে পুরুষোত্তম চক্রপাণিকেও পরাজিত করিতে পারে. সুতরাং রাক্ষস ভীমের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমার বোধ হয়, রাক্ষস ভীমের হস্তে নিশ্চয়ই হত হইবে।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির স্বীয় জননী কুন্তীর মুখে এই প্রকার ধর্ম্মোপেত

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! আপনি করুণা-প্রযুক্ত দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের উপকারার্থে অনুমতি করিয়া যৎপরোনাস্তি সুশীলতার কার্য্য করিয়াছেন। আপনি ব্রাহ্মণের প্রতি সাতিশয় সদয় হইয়াছেন। আপনার এই পুণ্যবলে ভীমসেন অবশ্যই সেই নরমাংসলোলুপ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে সন্দেহ নাই।"

পরদিন প্রাতঃকালে ভীম বলি লইয়া রাক্ষসের আবাসে উপস্থিত হইলেন ও মল্লযুদ্ধে তাহাকে নিহত করিয়া সমস্ত লোকের প্রভূত হিতসাধন করিলেন।

সাধুর বৈরসাধন

ঘোষযাত্রা।
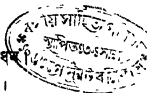
পাণ্ডবগণ কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাস আশ্রয় করিলে দুর্য্যোধন সমস্ত রাজ্যের অধিপতি হইলেন। পাণ্ডবেরা বনমধ্যে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অতি কষ্টে মৃগয়াদি দ্বারা কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

একদা এক ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্রসমীপে আগমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। শকুনি ব্রাহ্মণমুখে পাণ্ডবগণের দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া সহর্ষে কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ! এক্ষণে সকল ভূপালই তোমার নিকট করপ্রদ হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া পাণ্ডবগণের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে সেইরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবলোকন করিতেছি।

কিন্তু পাণ্ডবগণ রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট ও সহায়শূন্য হইয়াছে। অদ্য শুনিলাম, তাহারা অন্নমাত্রেরও কাঙ্গাল হইয়াছে। অতএব চল এই সময়ে আমরা নানাবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাদের দুঃখ ও আমাদের সুখের পরিমাণ বৃদ্ধি করি। পুত্র, ধন ও রাজ্যলাভ হইলে যেরূপ প্রীতিলাভ হয়, শত্রুর দুঃখদর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে।"

দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তখনই আবার দীনের ন্যায় কহিলেন, "মাতুল! তুমি যে সমস্ত কথা কহিলে, তৎসমুদায় আমার মনে বহু দিন হইতে জাগরূক আছে, কিন্তু পিতা যে পাণ্ডবগণসন্নিধানে গমন করিতে দেন না, তিনি এখনও তাহাদিগকে পরাক্রান্ত জ্ঞানে ভয় করেন। পাছে তাহারা ক্রোধ পরবশ হইয়া আমাদের কোনরূপ অনিষ্ট করে, সেই ভয়ে পিতা আমাদিগকে তাহাদের নিকটে যাইতে অনুমতি দেন না। সেই জন্যই এতদিন আমি মনোভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারি নাই। তোমরা যদি তাঁহার অনুমতি লাভের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি চিরমনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি। বলিতে কি, পাণ্ডুনন্দনগণকে বল্কলাজিনধারী দর্শনে আমার যেরূপ সুখ হইবার সম্ভাবনা, সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিলেও তাদৃশ আহ্লাদ জন্মে না। অরণ্যমধ্যে দ্রৌপদীকে কাষায়বসনধারিণী দেখা অপেক্ষা আমার আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে? যখন পাণ্ডবগণ আমাকে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করিবে, তখন আমার আনন্দের আর পরিসীমা থাকবে না।" দুর্য্যোধন এইরূপ বলিলে, কর্ণ ও শকুনি দ্বৈতবনগমনের উপায় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে কর্ণ ও শকুনি দুর্য্যোধনসমীপে আগমন পূর্ব্বক সহাস্তবদনে কহিলেন, "মহারাজ। উপায় স্থির হইয়াছে। দ্বৈতবনে যে সমস্ত আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্তব্য; সুতরাং ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করিতে চাহিলে, মহারাজ অবশ্যই গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন পরমাহ্লাদে হাস্ত করিতে করিতে উভয়ের কর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শকুনি ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সন্নিবেশিত, গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ, সংখ্যাদি নিরূপণ ও অঙ্ক প্রদান করিবার উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে, অতএব আমাদিগকে তথায় যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।"

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক, কিন্তু আমি শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে, এই জন্য আমি তোমাদিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথ; তোমরা কেবল কপটাচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অরণ্য মধ্যে কষ্ট দিতেছ। তোমরা হিতাহিতবিবেকমূঢ় ও অত্যন্ত গর্ব্বিত, তথায় গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ করিলেই তাহারা তোমাদিগকে ক্রোধানলে ভস্মীভূত করিবে; যদি তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া কোন ক্রমে তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পার, তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে।

শকুনি কহিলেন, "মহারাজ। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম

ধার্ম্মিক এবং তদীয় অনুজেরা তাঁহার নিতান্ত অনুগত, অতএব তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে আমাদিগের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবেন না। আমাদেরও তাঁহাদের নিকট গমন বা তাঁহাদিগের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার করিবার অভিলাষ নাই।"

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া অনিচ্ছাপূর্ব্বক অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে দ্বৈতবনগমনে অনুজ্ঞা দিলেন। দুর্য্যোধন অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনা সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে যাত্রা করিলেন, সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও পদাতি, অসংখ্য শকট, আপণ, বণিক, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ তাহার সমভিব্যাহারে চলিল। সমৃদ্ধি ও বল দেখাইবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সমস্তই বহুপরিমাণে সঙ্গে চলিল।

তাঁহারা প্রথমে আভীরপল্লীতে গমন করিয়া শত সহস্র গো সন্দর্শনপূর্ব্বক গণনা ও চিহ্ন প্রদান করিলেন। তথায় কয়েক দিন অবস্থিতি করিয়া পরে যে সরোবরতীরে পাণ্ডবগণ বাস করিতেছেন, তথায় বাস করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি করিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন সপুত্রক সপরিবার ঐ স্থানে বাস করিতেছিলেন। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে, গন্ধর্ব্বরাজের দ্বারবানেরা তাহাদিগকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু তাহারা দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে তাহাদের নিষেধ না শুনিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল। তখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সেই যুদ্ধে দুর্য্যোধন পরাজিত ও সভ্রাতৃক সপত্নীক বন্দী হইলেন। সেনাগণ ও অমাত্যবর্গ পলায়ন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া

বাষ্পাকুললোচনে কহিল, "হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্বগণ মহারাজ দুর্য্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতিকে ও রাজপত্নীদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনারা দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন।" যুধিষ্ঠির শ্রবণমাত্র ভীমার্জ্জুন প্রভৃতিকে কহিলেন, "তোমরা সত্বর ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের রথে আরোহণপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্য্যোধনকে মোচন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন কর।"

ভীমসেন যুধিষ্ঠিরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ। যাহারা বাল্যকাল হইতে নানা প্রকারে আমাদের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছে এবং পরিশেষে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া আমাদিগকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে, তাহাদের সহায়তা করিবার জন্য আপনি কি নিমিত্ত অনুমতি করিতেছেন বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গজবাজি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয় সহকারে যে কার্য্য করিতাম, আজি গন্ধর্ব্বেরা আমাদের হইয়া তাহাই সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যেরই বিষয়। গন্ধর্ব্বেরা আমাদের সুহৃদের কার্য্যই করিয়াছেন। তবে কেন মহারাজ! বিগর্হিতাচারী শত্রুর উদ্ধার জন্য পরম মিত্রের সহিত বিবাদ করিতে অনুমতি করিতেছেন?"

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "বৃকোদর। কৌরবগণ দুরবস্থাগ্রস্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া আমাদিগের আশ্রয় লইয়াছে, সামান্য ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিরে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিয়া থাকে, যদি শত্রুগণ 'আমাদিগকে রক্ষা কর' এইরূপ বলিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয় তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শত্রুরে রক্ষা

করা, আর বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য সুখকর বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বিশেষতঃ জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হইবার নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎপুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতীকার করেন। সুযোধন বিপদাপন্ন হইয়া আমাদের বাহুবলে জীবনলাভের অভিলাষ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? অতএব তোমরা সন্ধিস্থাপন করিয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত কর, যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও, তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্য সাধন করিবে। তাহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তবে যেরূপে পার, শত্রুরে শাসন করিয়া সুযোধনকে পরিত্রাণ করিবে। যজ্ঞে ব্রতী না হইলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইতাম।"

তখন তাঁহারা চারিভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ক্রমে গন্ধর্ব্বগণের নিকট গমনপূর্ব্বক সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "বলপ্রয়োগপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করা তোমাদের নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে; অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও তাহাদের পত্নীদিগকে পরিত্যাগ কর; যদি সহজে পরিত্যাগ না কর, তবে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদিগকে তোমাদের হস্ত হইতে মোচন করিব।" গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য করিল না; তখন পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অমিতবিক্রম পাণ্ডবগণ অনতিবিলম্বে জয়লাভ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ পার্থশরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ও তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "অর্জ্জুন। আমি

তোমার প্রিয় সখা চিত্রসেন।" অর্জ্জুন প্রিয় সখা চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র সংহার করিলেন ও রথারূঢ় হইয়া পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কহিলেন, বীর। আপনি কি নিমিত্ত সভার্য্য দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিলেন? চিত্রসেন কহিলেন, "ধনঞ্জয়। দুরাত্মা দুর্য্যোধন মনে করিয়াছি", পাণ্ডবগণ বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছে, এই সময়ে আমি বহুসংখ্যক দাস-দাসী, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি সম্পত্তি সমভিব্যাহারে তাহাদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিব। এই সমস্ত কৌরবপত্নীগণ দ্রৌপদীরে উপহাস করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্র উহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, উহাদিগকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে আমারে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি সুররাজের বচনানুসারে এখানে আগমন করিয়া, দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়াছি, এক্ষণে ইহারে লইয়া সুরলোকে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিব।"

অর্জ্জুন কহিলেন, "চিত্রসেন। আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন, কারণ দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা, উহারে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত" চিত্রসেন কহিলেন, "এই পাপাত্মা দুর্য্যো-ধনকে মুক্ত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইহার দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে না পারিয়াই এরূপ বলিয়াছেন। চল, তাহার নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করি, পরে তিনি যেরূপ কহিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করা যাইবে।"

অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ধর্ম্মরাজ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ ও তাহাদিগের অঙ্গনা-

গণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "হে গন্ধর্ব্বগণ। তোমরা যে সুযোধনের হিংসা কর নাই, তাহাতে আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইল।"

পাণ্ডবগণ এইরূপে জ্ঞাতিবর্গ ও তাহাদের পত্নী সমুদয়কে বিমুক্ত করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ স্ত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা যজ্ঞমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "ভ্রাতঃ। তুমি আর কখনও এরূপ সাহস করিও না। অসমসাহসিক ব্যক্তি কদাপি সুখী হইতে পারে না, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পরম সুখে গমন কর।"

নরপতি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠির কর্তৃক এরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহারে অভিবাদনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া, বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিলেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এই অভিমানে দুর্য্যোধন প্রায়োপবেশনে জীবন ত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পরিশেষে কর্ণ প্রভৃতির সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

রাজভক্তি।

রাণা প্রতাপসিংহের পুরোহিত।

একদা মিবারাধিপতি মহাবীর প্রতাপসিংহের সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তসিংহের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। একটী লক্ষ্য লইয়া বিবাদের সূত্রপাত হয়; কাহার শরে লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে, এই কথা লইয়া উভয় ভ্রাতায় তুমুল কলহ উপস্থিত হইল, কিছুতেই সে বিবাদের মীমাংসা হইল না। তখন প্রতাপ কনিষ্ঠ সহোদরের দিকে তীব্র ভ্রূকুটি বিক্ষেপ পূর্ব্বক হস্তস্থ শেল-দণ্ড উদ্যত করিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "আইস দেখা যাউক, কাহার লক্ষ্য অব্যর্থ।" শক্তও তখনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভাল তাহাই দেখা যাউক।" দেখিতে দেখিতে উভয় ভ্রাতার ভীষণ শেল উদ্যত হইয়া উঠিল। বীর-প্রথার অনুসারে শক্তসিংহ অগ্রজের চরণ বন্দনা করিয়া পদধূলি লইলেন, প্রতাপ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর উভয়ে আপন আপন শেল উদ্যত করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। সম্মুখে মিবারের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম দেখিয়া উপস্থিত সকলে একেবারে বজ্রাহত প্রায় হইয়া রহিল, নিবারণ করিতে অথবা বাধা দিতে কাহারও সাহস হইল না, রাজকুলের পরমমিত্র পুরোহিত কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি তদ্দর্শনে "মহারাজ! করেন কি। করেন কি।—নিবস্ত হউন।" বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া বিবদমান ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নানা প্রকার অনুনয়

বিনয় করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন, মিবারের রাজধানী যবনকর্ত্তৃকবলিত ও রাজপুতনার প্রায় সকল রাজপুতেরাই যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। প্রতাপসিংহই এক্ষণে মিবারের, রাজপুত-জাতির ও সমগ্র ভারতের একমাত্র ভরসাস্থল। কোথায় প্রতাপ ও শক্ত মিলিত হইয়া দুরন্ত যবনের হস্ত হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবেন, না তাঁহারা আপনারাই পরস্পর দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইতে চলিলেন। এই ভাবিয়া হিতাভিলাষী পুরোহিত নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ছুরিকা দ্বারা স্বীয় হৃৎপিণ্ড ছেদন করিলেন এবং তাঁহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন সেই মোহান্ধ ভ্রাতৃদ্বয়ের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, কেবল তাঁহাদেরই দোষে এই লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।

পরমহিতার্থী কুলপুরোহিতের এবংবিধ আত্মবিনাশদর্শনে উভয়েই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইলেন। প্রতাপ ক্রোধভরে শক্তসিংহকে মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তেজস্বী শক্ত প্রতিহিংসা লইবার ভীতি প্রদর্শন করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং প্রতাপের ভীষণ শত্রু আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। প্রতাপ যথাবিধি সেই পরম হিতকারী দ্বিজবরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিলেন এবং তাঁহার পুত্রকে চিরকালের জন্য একটি ভূমি বৃত্তি প্রদান করিলেন। আজিও সেই পুরোহিতের সন্তান সন্ততি-গণ সেই ভূমিবৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই মহাহিত-

কারী বিপ্রবর আপনার নৃপতির মহোপকার সাধন করিবার জন্য যে স্থলে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তথায় একটী স্মারকস্তম্ভ স্থাপিত হইল। সেই স্তম্ভ আজিও সেই ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠের পবিত্র শোণিতসিক্ত স্থলের উপর উন্নত থাকিয়া তাঁহার অদ্ভুত আত্মোৎসর্গের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ধাত্রী পান্না।

মিবারাধিপতি সংগ্রামসিংহের পুত্র রাণা রত্ন অকালে পরলোকগত হইলে তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমজিৎ (বিক্রমাদিত্য) ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। বিক্রমজিৎ নিতান্ত উদ্ধত, ক্ষমাহীন ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন এবং সতত মল্লদিগের সহবাসে কালযাপন করিতেন, ক্রমে ঐ মল্লগণ তাঁহার এত প্রিয় হইয়া উঠিল যে, তিনি সর্দারগণকে অপমানিত করিয়া মল্লদিগকে তাহাদের সম্ভ্রম প্রদান করিলেন। সর্দারগণ এই দারুণ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। সুযোগ পাইয়া মধ্যভারতের যবন নৃপতি মহম্মদশাহ চিতোর আক্রমণ করিলেন; সর্দারগণ কেহই প্রথমে রাণার সহায়তা করিলেন না, শেষে যখন দেখিলেন, তাঁহারা আপনাদেরই পায়ে কুঠার প্রহার করিতেছেন, তখন তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তখন আর উপায় নাই। তখন তাঁহারা দৃঢ় বিক্রমের সহিত জীবন সমর্পণ করিলেন মাত্র, চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে রাণী কর্ণাবতীর প্রেরিত রাখীসূত্র প্রাপ্ত হইয়া দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন চিতোর উদ্ধার

করিয়া বিক্রমাদিত্যকে পুনরায় স্বপদে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তখনও বিক্রমাদিত্যের সে স্বভাব গেল না। আবার তিনি সর্দারগণকে অপমানিত করিতে লাগিলেন। তখন সকল সর্দার মিলিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিল ও শিশু উদয়সিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সংগ্রামসিংহের দাসীপুত্র বনবীরকে তৎপদে অভিষিক্ত করিল। বনবীর প্রথমে সর্দারদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বিক্রমজিৎকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসন অধিকার করা তাঁহার বিবেচনায় ঘোর পাপাচরণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তখন তিনি রাজপদকে সকল প্রকার সুখের উৎসস্বরূপ মনে করিতে লাগিলেন।

যে দিন বনবীর চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন, সেই দিনই তাঁহার হৃদয়ের উক্তরূপ পরিবর্ত্তন হইল। সেই দিনই তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার সুখের পথে যে কয়েকটী কণ্টক আছে, সমস্তই তিনি উৎসারিত করিবেন। প্রধান কণ্টক রাজ্যচ্যুত বিক্রমজিৎ ও ষড়বর্ষীয় বালক উদয়সিংহ। সেই রজনীতেই তিনি তাঁহাদের উভয়কে সংহার করিবার সংকল্প করিয়া প্রথমে বিক্রমজিৎকে হত্যা করিলেন ও পরে উদয়সিংহের বধসাধনের উদ্যোগ করিলেন।

উদয়সিংহ পান ভোজন সমাপন করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ধাত্রী শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে, এমন সময়ে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারক নাপিত রাজপুত্রের উচ্ছিষ্টাবশেষ স্থানান্তরিত করিতে আসিয়া ভয়বিহ্বলভাবে কহিল, "বনবীর রাণা বিক্রমকে হত্যা করিয়াছে।" শুনিয়া ধাত্রীর হৃদয় ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল; সে

বুঝিতে পারিল নিষ্ঠুর বনবীর কেবল বিক্রমজিংকে সংহার করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, এখনই উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিবে। যেন কোন দেবতা ধাত্রীর কর্ণে উক্ত বাক্য ধ্বনিত করিলেন। সে অবিলম্বে রাজপুত্রের জীবন রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিল। গৃহমধ্যে একপার্শ্বে ফলাধার একটী বৃহৎ করণ্ডক পতিত ছিল, সুবুদ্ধি ধাত্রী তন্মধ্যে নিদ্রিত রাজকুমারকে অতি সন্তর্পণে স্থাপন করিল। এবং কতকগুলি বন্যবৃক্ষপত্রদ্বারা তাঁহাকে সুচারুরূপে আচ্ছাদন করিয়া সেই নাপিতের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বলিল, "এখনই ঝুড়ি লইয়া দুর্গ হইতে পলাইয়া যাও।" বিশ্বস্ত নাপিত তখনই তাহার কথা রক্ষা করিল।

অতঃপর ধাত্রী রাজকুমারের স্থলে আপনার শিশুতনয়কে শায়িত করিয়া আপনার আসনে ফিরিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে বনবীর রক্তাক্তহস্তে, সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারের অনুসন্ধান লইল। ভয়ে ধাত্রীর প্রাণ উড়িয়া গেল, কণ্ঠ শুষ্ক হইল; তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কাঁপিতে কাঁপিতে সঙ্কেতে রাজপুত্রের শয্যা দেখাইয়া দিল এবং ভয়বিহ্বলনেত্রে সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিল, নিষ্ঠুর বনবীর তাহার প্রাণপুত্রের হৃদয়ে শাণিত ছুরিকা বসাইয়া দিল। হতভাগিনী ধাত্রীর চক্ষের উপর তাহার হৃদয়ের আলোক দেখিতে দেখিতে নিবিয়া গেল। তথাপি সে একবার মুক্তহৃদয়ে রোদন করিতে পারিল না। নীরবে অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে প্রাণকুমারের সৎকার করিয়া দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া গেল। এই উচ্চহৃদয়া ধাত্রীর নাম পান্না, খীচি রাজপুতকুলে এই উচ্চহৃদয়া রমণী জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

অজস্র অশ্রুসেকে প্রাণকুমারের চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া

হতভাগিনী পান্না সেই বিশ্বস্ত নাপিতের উদ্দেশে দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। চিতোরের পশ্চিম প্রান্তবাহিনী বেরীশ নদীর নিভৃত তীরে সেই নাপিত রাজকুমারকে লইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। ধাত্রী তথা হইতে রাজকুমারকে লইয়া আশ্রয় জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিল। কিন্তু দুরন্ত বনবীরের ভয়ে কেহই স্থান দিল না। পরিশেষে রাণাকুলের পরম বিশ্বাসী ভীলদিগের কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, কমলমীরে আশাসাহ নামক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া, শিশু রাজকুমারকে তাঁহার অঙ্কে স্থাপনপূর্ব্বক বিনয়নম্রবচনে কহিল, "আপনার রাজার প্রাণ রক্ষা করুন।" কিন্তু আশা ভীত হইয়া তাঁহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিবার উদ্যোগ করিলেন। আশার জননী তনয়ের সেইরূপ কাপুরুষোচিত ব্যবহার দর্শনে ভর্ৎসনা করিয়া উপদেশপূর্ণ বাক্যে কহিলেন, "প্রভুপরায়ণ ব্যক্তি প্রভুর হিত সাধনের জন্য কখনও বিপদ বা বিঘ্নের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। রাণা সঙ্গের তনয় তোমার প্রভু। বিপদে পড়িয়া আজি তিনি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন; ইহাকে আশ্রয় দিলে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে।" আশা জননীর এই নীতিপূর্ণ বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া বিশিষ্ট যত্নসহকারে রাজকুমারকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঝালাপতি মান্না।

সম্বৎ ১৫৩২ (খ্রীঃ ১৫৭৬) অব্দে শ্রাবণ মাসের সপ্তম দিবসে হলদিঘাটের ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরপুঙ্গব রাণা প্রতাপসিংহ দুর্দ্ধর্ষ যবনদিগের করালগ্রাস হইতে মিবারের স্বাধীনতা ও গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য মিবারের প্রধান বীরকুল ও দ্বাবিংশতি সহস্র সেনা লইয়া, প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট আকবরের অগণ্য সেনার সম্মুখীন হইয়া, অতিভয়াবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। নির্ভীক প্রতাপসিংহ সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইয়া শত্রুসেনা ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমানুষ বিক্রম প্রভাবে অচিরে শত্রুব্যূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই ভিন্ন ও বিভক্ত মোগলবাহিনীকে দলিত, মথিত ও বিত্রাসিত করিয়া তিনি সদলে উন্মত্তের ন্যায় রাজপুতকুলাঙ্গার অম্বরাধিপতি মানসিংহের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া আকবরতনয় সেলিমের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শাণিত তরবারের প্রচণ্ড আঘাতে সেলিমের শরীররক্ষকগণ অল্পকালের মধ্যে ভূতলশায়ী হইল, অমনি প্রতাপ সেলিমকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থ ভীষণ শূল প্রচণ্ড বল সহকারে নিক্ষেপ করিলেন। সেলিমের হাওদা স্থূল লৌহ-পাত্রে মণ্ডিত ছিল ; সেই জন্য ঐ শূল সেলিমকে আঘাত করিতে পারিল না, হাওদার লৌহকবচে প্রতিহত হইয়া গজপালের উপর নিপতিত হইল ও মাহুতকে ভূপাতিত করিল। রণোন্মত্ত গজেন্দ্র নিরঙ্কুশ হওয়াতে সেলিমকে লইয়া তীব্রবেগে রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

সেই পলায়মান গজরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনিও আপন

অশ্ব চৈতককে চালিত করিলেন। সেই সময়ে উভয় দলে অতি ভয়াবহ সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। দলে দলে মুসলমান সৈন্য নিপাতিত হইতে লাগিল, আবার দলে দলে অন্য সৈন্যগণ তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়া রাজপুতদিগের সহিত ভীষণ বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল। ক্রমে প্রতাপের পক্ষ ক্ষয়িত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের অনুসন্ধানে তিনি উন্মত্তের ন্যায় শত্রুসেনামধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকোপরি মিবারের রাজছত্র শোভা পাইতেছিল। সেই উন্নত ছত্র লক্ষ্য করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মোগলগণ চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। এই রাজচিহ্ন হইতেই তাঁহার জীবন তিনবার বিপন্ন হইয়াছিল, তিনি স্বকীয় অসীম বিক্রমের সাহায্যে তিনবারই আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার বিষম সঙ্কট উপস্থিত। এবার তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে একেবারে শত্রুদলের মধ্যস্থলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। নিকটে সর্দ্দার সামন্ত কেহই নাই, যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সেই দিকেই অসংখ্য শত্রুমুণ্ড, সেই দিক হইতেই শত্রুকুল বিকট ভ্রূকুটি সহকারে অসি হস্তে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। তখন প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জীবন নিতান্ত সঙ্কটাপন্ন। তথাপি তিনি মুহূর্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। কঠোরতম উদ্যম, অদম্য অধ্যবসায় এবং অপূর্ব্ব অসিচালনে তিনি শত্রুসেনাকে বিত্রাসিত করিতে লাগিলেন। শত্রুর অবিরাম অস্ত্রাঘাতে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও অজস্র রক্তসেকে গাত্রবস্ত্র সকল রঞ্জিত হইল, তথাপি প্রতাপের ক্লান্তি নাই, মুহূর্তের জন্য কাতরতা নাই।

বীরবর ঝালাপতি মান্না দূর হইতে প্রতাপসিংহের ঈদৃশ বিষম অবস্থা দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক সদলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণ রাখিয়া প্রভুর জীবন রক্ষা করিলেন। বীরবর মান্না দেখিলেন, এই অগণ্য শত্রুসেনামধ্যে কোন ক্রমে জীবন রক্ষার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি নিজের প্রাণের জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না, প্রতাপসিংহের জন্ত তাঁহার অত্যন্ত চিন্তা হইল। পরিশেষে অনেক ভাবিয়া এক উপায় স্থির করিলেন। তিনি রাণার মস্তক হইতে মিবারের রাজচিহ্ন ছত্র সরাইয়া লইয়া আপন মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। সেই রাজনিদর্শন দেখিয়া শত্রুকুল তাঁহাকে প্রতাপ সিংহ মনে করিয়া সংহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রচণ্ডবেগে তৎপ্রতি ধাবিত হইল। বীরবর মান্না আপনার তেজস্বী সৈনিকদলে পরিবৃত হইয়া অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রকাশপূর্ব্বক বহুতর মোগলসেনা সংহার করিয়া অবশেষে সদলে নিপতিত হইলেন। অতঃপর প্রতাপসিংহকে কেহ রাণা বলিয়া সন্দেহ করিল না, তিনি অনায়াসে ব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন।

এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ কালে বীরবর ঝালাপতি মান্না যে সকল রাজচিহ্ন ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ চিরকালের জন্য সেই সকল রাজচিহ্ন ধারণ করিতে অনুমতি পাইলেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ সেই সকল রাজচিহ্ন ও রাজোপাধি ধারণ এবং প্রতাপদত্ত সাদ্রি জনপদ উপভোগ করিয়া, রাণাকুলের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নাকরা বাদ্য রাজবাটীর দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া বাদিত হইয়া থাকে। এরূপ সম্মান আর কেহই প্রাপ্ত হন নাই।

ক্ষমা।

যুধিষ্ঠির।

পাণ্ডবগণ শকুনির সহিত এই পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা পরাজিত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন এবং ঐ অজ্ঞাতবাসকালে যদি কেহ তাঁহাদিগকে চিনিতে পাবে, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস কবিতে বাধ্য হইবেন। শকুনির কপট দ্যূতে পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়া অশেষ ক্লেশে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিয়া এক বৎসব অজ্ঞাতবাস করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন বেশে মৎস্যাধিপতি বিবাট বাজভবনে অবস্থিতি করিলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্কনাম ধারণ কবিয়া দ্যূতনিপুণ ব্রাহ্মণ বেশে, ভীম বল্লভ নাম ধারণ কবিয়া সুপকার বেশে, অর্জ্জুন ক্লীববেশী বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া নৃত্যগীতাদির শিক্ষক বেশে, নকুল গ্রন্থিক নাম ধারণ পূর্ব্বক অশ্ববিজ্ঞানবিদ্ বেশে, সহদেব তন্ত্রিপাল নামধাবণ করিয়া গোবক্ষণবিদ বেশে এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম ধাবণ করিয়া কেশসংস্কাবকারিণী বেশে বিরাটরাজের আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিবাটরাজেব সভাসদ মধ্যে পরিগণিত হইলেন, তিনি দ্যূতক্রীড়াদ্বারা এবং মহাবল ভীমসেন প্রভৃতি রন্ধনাদি দ্বারা বিরাটরাজকে সন্তুষ্ট করিয়া তথায় গোপনে বাস করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাদিগের সন্ধান পাইল না।

এইরূপে এক বৎসর অতীত প্রায় হইলে, দুর্য্যোধন বিরাট রাজের প্রভূত গোধন হরণ মানসে আপনার সেনাগণকে দুই

ভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মার সৈনাপত্যে প্রেরণ করিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণ সমন্বিত অপরভাগসহ স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা অগ্রে বিরাট নগরে গমন ও গোরক্ষকগণকে প্রহার করিয়া বিরাটরাজের বহু সহস্র গো হরণ করিলেন। মৎস্য-রাজ বিরাট সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মত্তমাতঙ্গসঙ্কুল অশ্ব পদাতিকগণ সমন্বিত সেনাসহ ত্রিগর্ত্তরাজকে আক্রমণ করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

অপরাহ্ণ সময়ে তাঁহারা নগর হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিগর্ত্ত দিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর সুশর্ম্মা মৎস্যসেনাগণকে পরাজিত ও মৎস্যরাজ বিরাটকে ধৃত করিয়া, স্বরথে স্থাপনপূর্ব্বক স্বনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ এতক্ষণ আত্মপ্রকাশভয়ে দৃঢ়বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক্ষণে বিরাটরাজের ঈদৃশী দশা সন্দর্শন করিয়া আর ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। যুধিষ্ঠির মহাবল ভীমসেনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৃকোদর। ঐ দেখ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছে। আমরা উঁহার অধিকারে সর্ব্বকামসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে বাস করিতেছি। এক্ষণে আমাদের সম্মুখে উনি বিপক্ষের করগত হইবেন, ইহা উপেক্ষা করিতে পারি না। অতএব তুমি সর্ব্ব প্রযত্নে উঁহাকে মোচন কর। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আজ্ঞা পাইয়া ভীমপরাক্রমে তৎক্ষণাৎ সুশর্ম্মারে আক্রমণ করিলেন। যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব সহ মিলিত হইয়া বিপক্ষসেনা সংহার

করিতে লাগিলেন। এইরূপে অচিরে তাঁহারা সুশর্ম্মাকে রণে পরাজিত করিয়া মৎস্যরাজের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক গোধন মুক্ত করিলেন।

যে সময়ে মৎস্যরাজ গোধন প্রত্যানয়নমানসে সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন, সেই সময়ে মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথগণে পরিবৃত হইয়া বিরাট নগরের অন্তভাগ আক্রমণপূর্ব্বক বহু সহস্র গোধন হস্তগত করিলেন। গোপালাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলচিত্তে সত্বর রথারোহণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে বিরাটতনয় উত্তরের নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। বিরাটতনয় উত্তর তৎকালে অন্তঃপুরমধ্যে ছিলেন। এই সংবাদশ্রবণমাত্র তিনি স্ত্রীগণমধ্যে আত্মশ্লাঘা করিয়া কহিলেন, "পিতা সমস্ত সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, একজন সারথিও এখানে উপস্থিত নাই। আমি সেনা চাহি না একজন তুরঙ্গনিয়োগবিশারদ সারথি প্রাপ্ত হইলেই একাকী শরাসন ধারণপূর্ব্বক ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে রণে পরাজিত করিয়া পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ পিতা একজনও সারথি রাখিয়া যান নাই। সুতরাং কি প্রকারে আমি কৌরবসেনার সম্মুখে গমন করিব?" বৃহন্নলারূপধারী অর্জ্জুন উত্তরের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া উৎসাহ সহকারে তাঁহার সারথ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন উত্তর বৃহন্নলাপরিচালিত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াই সেই সাগরোপম কুরুসৈন্য সন্দর্শনে উত্তর নিতান্ত ভীত হইয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

তখন অর্জ্জুন, 'আমি উপস্থিত থাকিতে আশ্রয়দাতা বিরাটের গোধন হরণ করিলে আমার অত্যন্ত অধর্ম্ম ও অখ্যাতি

হইবে,' এইরূপ বিবেচনা করিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজপুত্রের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ধারণ করিলেন। অর্জ্জুন ধারণ করিলে বিরাটতনয় নিতান্ত কাতর হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, "বৃহন্নলে। আমার প্রাণবধ করিও না। তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে প্রদান করিব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।" তখন অর্জ্জুন উত্তরকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই, তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, তুমি সারথি হইয়া রথে উপবেশন কর, আমি যুদ্ধ করিয়া শত্রুগণকে পরাজিত করিব।" তখন উত্তর বৃহন্নলাকে অর্জ্জুন বলিয়া জানিতে পারিয়া, কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। এবং সারথিরূপে উপবেশন করিয়া কৌরবসেনামধ্যে রথ চালনা করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অচিরে সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া গোধন মুক্ত করিলেন।

বিরাটরাজ ভীমাদির সহায়তায় সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া গৃহে আসিয়া শুনিলেন, তাঁহার পুত্র একাকী বৃহন্নলাকে মাত্র সমভিব্যাহারে লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরপরিরক্ষিত কৌরববাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। এই সংবাদে তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত ও ভীত হইলেন এবং ব্যগ্রভাবে সেনাগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সৈন্যগণ! তোমরা সত্বর যাইয়া আমার প্রিয়দর্শন পুত্র উত্তর জীবিত আছে কি না, জানিয়া আইস। আমি তাহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। দেবগণও যে কৌরবসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না সেই মহতী সেনার সহিত রণে আমার সেই বালক পুত্র কি সাহসে গমন করিল? হায়! এতক্ষণ হয়ত সে দাবানলমধ্যগত হরিণশিশুর

ভ্রান্ত অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজাকে ঈদৃশ সন্তপ্ত ও বিলাপপরায়ণ দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন, "মহারাজ। আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, যখন বৃহন্নলা সারথি হইয়া তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছেন, তখন আপনার কোন চিন্তা নাই। নিশ্চয়ই তাঁহারা এখনই গোধন মুক্ত করিয়া প্রত্যাগত হইবেন।"

এই কথা বলিতে বলিতে দূত আসিয়া রাজকুমার উত্তরের বিজয়সংবাদ নিবেদন করিল। তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ। আমি ত বলিয়াছি, বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার পরাজয়ের আশঙ্কা নাই।" রাজা দূতকে পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন এবং মন্ত্রীকে পতাকাদিদ্বারা রাজপথ সকল সুশোভিত করিতে, দেবগণের যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে এবং বিজয়ী পুত্র উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য যোদ্ধা ও বাদ্যকর প্রভৃতি প্রেরণ করিতে অনুমতি করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন "কঙ্ক! আইস এখন আমরা একবার দ্যূতক্রীড়া করি।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত গর্হিত। আপনি নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে আপনার সহিত ক্রীড়া করা উচিত নয়।" বিরাটরাজ ধর্ম্মরাজের কথা না শুনিয়া দ্যূত আরম্ভ করিলেন।

ক্রীড়া করিতে করিতে মৎস্যরাজ কহিলেন, "অদ্য আমার তনয় প্রচণ্ডপরাক্রম কৌরবগণকে পরাজিত করিয়াছে, ইহার তুল্য আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? আমার পুত্র যে এরূপ যুদ্ধবিশারদ হইয়াছে, তাহা আমি এত দিন জানিতে পারি নাই।" সত্যসন্ধ মহাত্মা যুধিষ্ঠির বিরাটপতির ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! বৃহন্নলা যাহার সারথি, সমরে সে

কখনই পরাভূত হয় না।" বিরাট যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীব হইয়া কহিলেন, "কঙ্ক! তুমি আমার পুত্রের প্রশংসা না করিয়া বার বার সেই ক্লীবের প্রশংসা করিতেছ! তোমার কোন বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই।" এই বলিয়া মৎস্যপতি সক্রোধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত করিলেন। অমনি তাঁহার নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাসহ দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া, বিরাটরাজ তাঁহাদের উভয়কে আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণকুহরে কহিলেন, তুমি একাকী উত্তরকে এখানে আনয়ন কর, বৃহন্নলাকে কদাচ এখানে আনিও না, তাহাকে এখানে আনয়ন করিলে, এখনই তোমাদের রাজার প্রাণ বিনাশ হইবে। অতএব সাবধান, কখনই তাহাকে এখানে আনয়ন করিও না।" অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের কলেবর হইতে শোণিত নিষ্কাশন বা অঙ্গ ক্ষত করিবে, তিনি তাহাকে কদাচ জীবিত রাখিবেন না। এইজন্য যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে তথায় আনিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সভায় আসিয়া তাঁহার শোণিতপাত দর্শন করিলে, কখনই বিরাটরাজ স্বীয় প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন না।

উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণবন্দনা করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি শোণিতলিপ্ত-কলেবরে অধোবদনে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন, সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে। তখন তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত ও ভীত হইয়া পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! কে ইহাকে প্রহার করিয়াছে? কাহার সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।"

বিরাট কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম, কিন্তু কুটিলস্বভাব ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া কেবল ক্লীব বৃহন্নলারই প্রশংসা করিতে লাগিল। আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহাঁরে প্রহার করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া উত্তর নিতান্ত ভীত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনি অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। ইঁহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য, কৌরবগণের সহিত আমি যুদ্ধ করি নাই, সমস্ত বিবরণ পরে শুনিতে পাইবেন; এক্ষণে শীঘ্র ইঁহাকে প্রসন্ন করুন, নচেৎ এখনই আমাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল হইতে হইবে।" মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য শ্রবণানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কহিলেন, "মহারাজ! আমি অনেকক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি, আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই। বলবান্ প্রভুরা যে সহসা অধিক্ষেপে উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তন্নিমিত্ত আমি আপনার অনুমাত্রও অপরাধ গ্রহণ করি নাই।"

বিরাটরাজ পরে উত্তরের মুখে তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয় ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কৌরবগণের পরাভববার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিলেন এবং অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সহিত স্বীয় তনয়া উত্তরার বিবাহ দিলেন।

কৃতজ্ঞতা।

কর্ণ।

পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনে ও এক বৎসর বিরাটনগরে অজ্ঞাত বাস দ্বারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করতঃ প্রকাশিত হইয়া আপনা-দিগের জন্য রাজ্য পাইবার অভিলাষে বাসুদেব কৃষ্ণকে দুর্য্যোধন সমীপে প্রেরণ করিলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন রাজ্য প্রদান করা দূরে থাকুক, পঞ্চ ভ্রাতাকে পাঁচ খানি গ্রাম পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইল না। অধিকন্তু কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিল। তখন যুদ্ধ ভিন্ন রাজ্য পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা বাসুদেব মনে করিলেন, কর্ণই দুর্য্যোধনের প্রধান সহায়। কিন্তু কর্ণ যে কুন্তীর পুত্র, তাহা কর্ণ জানে না। বোধ হয় ইহা বিজ্ঞাপন করিয়া রাজ্য প্রদানের অঙ্গীকার করিলে অবশ্য সে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিবে। বাসুদেব এইরূপ বিবেচনা করিয়া কর্ণসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, "রাধেয়! তুমি সনাতন বেদবাক্য অবগত হইয়াছ, এবং অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্মশাস্ত্রেও তোমার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে; অতএব শাস্ত্রানুসারে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হও। রাধা তোমার মাতা নহে, পাণ্ডবজননী কুন্তী তোমার প্রকৃত জননী। সুতরাং তুমি পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব চল, তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।"

"পাণ্ডবগণ তোমার পিতৃকুলজাত ও বৃষ্ণিগণ তোমার মাতৃ-কুলজাত। অতএব আমার সহিত গমন করিয়া পৈতৃক সুবিস্তৃত রাজ্যে অভিষিক্ত হও। পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও চেদিগণ

ধর্ম্মপরায়ণ পুরোহিত ধৌম্য এবং আমি তোমার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিব। তুমি অভিষিক্ত হইলে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমারে ব্যজন করিবেন, মহাবল ভীমসেন তোমার মস্তকে বিশাল শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিবেন, ধনঞ্জয় তোমার রথসঞ্চালন করিবেন, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র, পাঞ্চালগণ, মহারথ শিখণ্ডী ও আমি তোমার অনুবর্ত্তী হইব, তুমি নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যশাসন ও কুন্তীর আনন্দবর্দ্ধন কর। মিত্রগণ আনন্দিত, শত্রুগণ ব্যথিত এবং পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সৌভ্রাত্র সমুৎপন্ন হউক।"

কর্ণ কহিলেন, "কৃষ্ণ! তুমি সৌহৃদ্য প্রণয়, সখ্য বা হিতৈষিতাবশতঃ যাহা কহিতেছ, আমি তাহা অবগত হইলাম এবং আমি যে রাজা পাণ্ডুর পুত্র তাহাও সত্য বলিয়া মানিলাম, কিন্তু কুন্তী আমারে পরিত্যাগ করিলে, সারথি অধিরথ আমারে গৃহে আনয়ন করিয়া সৌহার্দ্দসহকারে রাধার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জননী রাধা মূত্র পুরীষ পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে আমার লালন পালন করিয়াছেন। অধিরথও শাস্ত্রানুগত বিধি দ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়াছেন। আমি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়াছি, আমার পুত্র পৌত্র হইয়াছে এবং আমার হৃদয় সেই সকল স্ত্রীপুত্রাদিতে দৃঢবদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে এই সকল পরিত্যাগ করিব? অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে হর্ষ বা ভয়ে এই সকলের অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।"

"আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে আশ্রয় করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর অকণ্টকে রাজ্যভোগ ও সূতগণের সহিত বারংবার বহুবিধ

যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি। রাজা দুর্য্যোধন আমারে প্রাপ্ত হইয়াই উৎসাহসহকারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমিই সব্যসাচীর প্রতিযোদ্ধা বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছি। এক্ষণে যদি আমি সব্যসাচীর সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ না করি, তবে আমার ও পার্থের অপকীর্ত্তি হইবে। পাণ্ডবগণ যখন তোমার বশীভূত হইয়া আছে, তখন তাহারা অবশ্যই জয়লাভ করিবে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইবেন। কেননা হৃষীকেশ যাঁহার নেতা এবং মহারথ ধনঞ্জয় ও ভীমসেন যাঁহার যোদ্ধা তাঁহারই পৃথিবী ও তাঁহারই রাজ্য। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত সহস্র স্তম্ভোপরি সন্নিবেশিত প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন, পৃথিবী রুধিরে আবিল ও অস্ত্রে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অস্থিরাশির উপরিভাগে আরোহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্বর্ণপাত্রে ঘৃতপায়স ভোজন ও মেদিনী মণ্ডল গ্রাস করিতেছেন। তৎকালে তোমাদের সকলেরই শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত বস্ত্র ও শ্বেত আসন লক্ষিত হইল। অতএব যুধিষ্ঠিরই যে এই বসুন্ধরা ভোগ করিবেন ও আমরা রণে নিহত হইব, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমি অকৃতজ্ঞ হইয়া দুর্য্যোধনের বিপক্ষতাচরণ করিয়া রাজ্যলাভ বা প্রাণরক্ষা করিব না।”

কৃষ্ণ কহিলেন, “কর্ণ! দুর্য্যোধন নিতান্ত অন্যায় করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করিতেছে, তাহার সেই অন্যায় কার্য্যের সহায়তা করিয়া পৃথিবীর সংহার সাধন করা তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তুমিই তাহার প্রধান সহায়, তোমার ভরসা করিয়াই দুর্য্যোধন এত সাহস করিতে পারিতেছে। তুমি তাহারে পরিত্যাগ করিলে, সে আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবে

না। সুতরাং এক মাত্র তুমিই এই ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহাপ্রলয়ের কারণ হইতেছ। ইহা বুঝিয়া পাপের লঘু গুরু বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা তোমার উচিত। আমার বিবেচনায় পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলে তোমার ধর্ম্মসঞ্চয় হইবে। তাহা হইলে বসুন্ধরা সংহারদশা হইতে রক্ষিত হইবে।" ভগবান বাসুদেব এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কর্ণ কিছুই শুনিলেন না। অকৃতজ্ঞ হইতে তিনি একান্তই অসম্মত হইলেন। লোকে যে তাঁহাকে ভীরু, লোভপরতন্ত্র ও অকৃতজ্ঞ বলিবে, তাহা তিনি সহ্য করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন কৃষ্ণ কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কুন্তী মনে করিলেন, তিনি স্বয়ং কর্ণকে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অনুরোধ করিলে, অবশ্যই কর্ণ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিবেন। এই বিবেচনা করিয়া তিনি একদা কর্ণের দর্শনমানসে ভাগীরথীতীরে গমন করিলেন। গঙ্গাতীরে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বীয় আত্মজ সত্যপরায়ণ মহাতেজা কর্ণ পূর্ব্বাভিমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বেদপাঠ করিতেছেন। পাণ্ডুপত্নী পৃথা তাঁহার জপাবসানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভব কর্ণ পূর্ব্বাভিমুখে জপসমাপন করিয়া পশ্চিমাভিমুখ হইবামাত্র কুন্তীরে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভদ্রে! কর্ণ আপনারে অভিবাদন করিতেছে, আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন।"

কুন্তী কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্দ না করিয়া যে দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য্য।

মহাত্মারা ধর্ম্মবিনিশ্চয় বিষয়ে পিতামাতারে সন্তুষ্ট করা পুত্রের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত যে সম্পত্তি আহরণ করিয়া ছিলেন, দুর্য্যোধন প্রভৃতি দুরাত্মারা ছলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে তুমি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট হইতে উহা গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে ভোগ কর। আজি কৌরবগণ কর্ণার্জ্জুন সমাগম অবলোকন করুক। দুরাত্মারা তোমাদের সৌভ্রাত্র দর্শন করিয়া অবনত হউক। তোমার সূতপুত্রসংজ্ঞা তিরোহিত হউক। অর্জ্জুন ও তুমি, কৃষ্ণ ও বলদেবের সদৃশ, তোমরা একত্র হইলে কোন্ কার্য্য সম্পাদন করিতে না পার?"•

সত্যপরায়ণ কর্ণ স্বীয় মাতা কুন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'মাত! আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিতচেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিতবাসনায় আমারে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। দেখুন, কৃষ্ণসমভিব্যাহারী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? অতএব আজি যদি আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিয়া তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করি, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে। অদ্যাপি কেহই আমারে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া জানেন না। অতএব যদি আমি এই যুদ্ধকালে তাঁহাদের ভ্রাতা বলিয়া তাঁহাদের সমীপে গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমারে কি বলিবেন?

"ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ আমারে সর্ব্বপ্রকার ভোজ্য প্রদান ও সুখোচিত সৎকার করিয়া আসিতেছেন, আজি আমি কিরূপে উহা বিফল করিব? যাহারা শত্রুদিগের সহিত বৈরভাব অবলম্বন

করিয়া প্রতিনিয়ত আমার উপাসনা ও আমাকে নমস্কার করে ; যাহারা আমার বাহুবলে নির্ভর করিয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজিত করিবার প্রত্যাশা করে, আমি কিরূপে তাহাদিগের আশালতা ছেদন করিব ? যাহারা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে আমিও তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিব। যাহারা স্বামীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়া তাঁহার কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে উপেক্ষা করে, সেই সকল ভর্ত্তৃপিণ্ডাপহারী পাতকিগণের ইহলোক বা পরলোকে সুখলাভ হয় না। সুতরাং আপনার বচনানুরূপ কার্য্য অর্থকর হইলেও তদনুষ্ঠানে কদাপি সম্মত হইতে পারি না। তবে আপনার অনুরোধে আমি স্বীকার করিতেছি, যাহাতে আপনি চিরকাল পঞ্চপুত্রের মাতা থাকিতে পারেন, তাহা আমি করিব। যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, ও সহদেব আপনার এই চারি পুত্রের কাহাকেও আমি সংগ্রামে সংহার করিব না। কেবল অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম হইবে। আমি হয় অর্জ্জুনকে সংগ্রামে নিহত করিয়া স্বামীর উপকার করিব, না হয় তাহার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট যশোভাজন হইব। অর্জ্জুন আমার হস্তে নিহত হইলে আমি জীবিত থাকিব, অথবা আমি অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইলে অর্জ্জুন জীবিত থাকিবে, এইরূপে আপনি চিরকাল পঞ্চপুত্রের মাতা হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবেন।

বিনয়।

শ্রীকৃষ্ণ।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, সুহৃদবর্গ, জ্ঞাতিকুল, সমস্ত রাজগণ ও নানা দেশ হইতে আগত প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় সকলে ইন্দ্রপ্রস্থ পরিপূর্ণ হইল। শিল্পকরেরা ধর্ম্মরাজের শাসনক্রমে তাঁহাদের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহারা সংকৃত হইয়া বহুবিধ অন্নপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চন্দ্রাতপ বিভূষিত ও সুখপ্রদ দ্রব্যজাত সমাকীর্ণ সেই সকল গৃহে নৃত্যগীতাদি সন্দর্শন করিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন।

যাহাতে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, কোন বিষয়ে ক্রটি না হয়, তজ্জন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন ও বিবিংশতি প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনারা সকলে সর্ব্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমার সমস্ত ধনসম্পত্তিতে আপনাদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয়, তদ্বিষয়ে আপনারা মনোযোগী হউন।" ব্রতদীক্ষিত পাণ্ডবাগ্রজ সকলকে এই কথা বলিয়া যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগকে এক এক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসনের প্রতি নিখিল ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধারনের ভারার্পণ করিলেন, অশ্বত্থামাকে বিপ্রসেবায় নিযুক্ত করিলেন, সঞ্জয় রাজপরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন এবং মহানুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত, সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণা-

বেক্ষণে ও দক্ষিণা প্রদানে কৃপাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অপরাপর কার্য্যে প্রেরণ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইহারা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। দুর্য্যোধন উপায়ন প্রতি-গ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

যে যদুবংশাবতংস পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ভগবানের অবতার বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, তিনি দাসজনোচিত পাদপ্রক্ষালন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের ন্যায় বৃহৎ কার্য্যে সকলের মনোরঞ্জন করা কখনই সম্ভবপর নয়, অথচ লোক সকল তুষ্ট না হইলে কার্য্য সুসম্পন্ন ও যশস্কর হয় না, এই ভাবিয়া বাসুদেব মনে করিলেন, প্রথম আগমন সময়ে, তিনি যদি পাদধৌত-করিয়া দিয়া, বিনয়বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে পরে কোনরূপ ক্রটি হইলেও কেহ অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না। বিনয়সম্পন্ন লোকের নিকট সকলেই কুণ্ঠিত থাকে। বিশেষতঃ, তাঁহার ন্যায় লোকে যাঁহার যজ্ঞে পাদধৌত-করণ কার্য্যে নিযুক্ত, সকল ব্যক্তিই যে তাঁহাকে অসাধারণ লোক মনে করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং কেহই কোনরূপ ক্রটি গ্রহণ করিতে সাহস করিবে না। এই সকল বিবেচনা করিয়া সকলকে বিনয় শিক্ষা দিবার অভিলাষে তিনি এই দাসজনোচিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অসম্মানিত হয়েন নাই, প্রত্যুত তিনি ঐ যজ্ঞে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই শ্রেষ্ঠজনপ্রাপ্য অর্ঘ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যজ্ঞ আরব্ধ হইলে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "হে ভারত! রাজাদিগের যথার্থ সৎকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, সম্বন্ধী,

ন্নাত, নৃপতি এবং বিপ্র ব্যক্তি এই ছয় জন অর্ঘ্যার্হ। ইঁহাদিগের সকলের নিমিত্ত এক একটী অর্ঘ্য আনয়ন কর, পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে।" যুধিষ্ঠির কহিলেন, "পিতামহ! আপনি কাহাকে অর্ঘ্য দানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন, বলুন।" ভীষ্ম স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে অর্ঘ্যার্হ নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, "যেমন জ্যোতিষ্কসমুদায়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজঃ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ; যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যরশ্মির সমাগম হইলে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্ব্বাত স্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা উদ্ভাসিত ও আহ্লাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।" অনন্তর সহদেব ভীষ্মকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, কৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব বিধিপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন।

গুণানুরাগ ও সত্যকথন।

শক্তসিংহ।

হলদিঘাটের ভয়ানক রণাভিনয় সমাপ্ত হইলে, প্রতাপসিংহ প্রিয়তম অশ্ব চৈতককে আরোহণ করিয়া একাকী রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত, ভীষণ রণশ্রমে তিনি নিতান্ত পরিশ্রান্ত। চৈতকও তাঁহার ন্যায় অতশয় ক্লান্ত। প্রতাপসিংহ অতি কষ্টে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিবিড় পর্ব্বত প্রদেশের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দুইজন মোগল সৈনিক তাঁহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহারা দ্রুতবেগে রাণার অনুসরণ করিতে করিতে অবশেষে একটী গভীর নাতি-প্রশস্ত খরস্রোত গিরিনদীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তুরঙ্গরাজ চৈতক এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই ক্ষীণাঙ্গী তটিনী উত্তীর্ণ হইল। সৈনিকদ্বয়ের অশ্ব চৈতকের ন্যায় উল্লম্ফনপূর্ব্বক তটিনী উত্তীর্ণ হইতে না পারাতে প্রতাপসিংহের নিকটবর্ত্তী হইতে তাহাদিগের বিলম্ব হইল। কিন্তু চৈতকের সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রক্ষত থাকাতে সে পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবিত হইতে পারিল না। সুতরাং মোগলসৈনিকদ্বয় পুনরায় প্রতাপের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

শুক্তসিংহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আকবরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন ও নিয়ত জ্যেষ্ঠের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছিলেন। এই ভীষণ হলদিঘাটের যুদ্ধেও তিনি প্রাণপণে ভ্রাতার হৃদয়শোণিত পান করিয়া বিদ্বেষবহ্নির শান্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রতাপের অসামান্য বীরত্ব, অমানুষ তেজ ও অলৌকিক স্বদেশ-বৎসলতা দেখিয়া তাঁহার কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সেই প্রচণ্ড দ্বেষ ও হিংসা একেবারে প্রশমিত হইল। অতীত বৃত্তান্ত ভাবিয়া তিনি নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। মনে করিলেন "আমি কি নরাধম, এমন দেবতুল্য ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া দেশবৈরী যবনের আশ্রয় লইয়া সেই দেবতার বিপক্ষতা করিতেছি। সেই দেবতার আবাসস্থান স্বর্গতুল্য মাতৃভূমির সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছি।" অনুতাপে শক্তের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

সেই সময়ে তিনি দেখিলেন, প্রতাপসিংহ একাকী যুদ্ধক্ষেত্র

হইতে পলায়ন করিতেছেন। এই ভীষণ শত্রুকুলের মধ্য হইতে তিনি কখনই নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিবেন না ভাবিয়া বীরবর, শক্তসিংহ তাঁহার সহায়তা করিবার জন্ত তখনই তাঁহার অনুসরণ করিলেন এবং পথিমধ্যে মোগল সৈনিকদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া জ্যেষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রাণা বিষম সন্দিহান হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ রোষ ও অভিমানের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "তবে কি শক্তসিংহ প্রতিহিংসা লইতে আসিতেছে? পাষণ্ড আমার এই নিঃসহায় অবস্থায় কি নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আসিতেছে?" প্রতাপ শরবিদ্ধ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং আপন তরবার উদ্যত করিয়া শক্তসিংহের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। কিন্তু শক্তসিংহের ম্লান, বিষণ্ণ লজ্জাবনত বদন দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইল। যখন সেই শিশোদীয় বীর অগ্রজের পদতলে পতিত হইয়া গলদশ্রু-লোচনে করুণবচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তখন প্রতাপ এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইলেন।

আজি অনেক দিনের পর পরস্পর পরস্পরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া দারুণ দুঃখ ও মনোবেদনা ভুলিয়া গেলেন। পরস্পরের অশ্রুসেকে পরস্পরের বক্ষ অভিষিক্ত হইল। এই অননুভূত পূর্ব্ব আনন্দের সময় প্রতাপের প্রিয়তম অশ্ব চৈতক প্রাণ-ত্যাগ করিল। চৈতক উপযুক্ত বীরের উপযুক্ত তুরঙ্গ, তাহারই গুণে প্রতাপ সেই বিশাল মোগল অনীকিনীর অভ্যন্তর হইতে নিরাপদে বহির্গত হইতে পারিয়াছিলেন। সেই জীবন তুল্য চৈতককে ভূপতিত হইতে দেখিয়া প্রতাপ নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। অমৃত প্রবাহে গরলরাশি নিক্ষিপ্ত হইল।

পাছে সেলিমের হৃদয়ে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হয়, এই আশঙ্কায় শক্তসিংহ অধিকক্ষণ ভ্রাতৃসন্দর্শনসুখ লাভ করিতে পারিলেন না। সত্বর সেলিমের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার জন্য মোগলশিবিরে গমন করিলেন। বিদায় গ্রহণ করিবার সময় শক্ত অগ্রজের চরণবন্দনানন্তর কহিলেন "সুবিধা হইলেই, আমি শীঘ্র আপনার সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতেছি।" এই বলিয়া শক্তসিংহ অগ্রজকে আপনার অশ্ব অর্পণ করিলেন। প্রতাপ সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

যে দুই জন মোগল সৈনিক প্রতাপের অনুসরণ করিতে করিতে শক্তসিংহের হস্তে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের একজনের অশ্বে আরোহণ করিয়া শক্তসিংহ অবিলম্বে সেলিমের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনের বিলম্ব ও তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া সেলিমের হৃদয়ে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি তাঁহাকে সেই সৈনিকদ্বয়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে শক্তসিংহ প্রথমে একবার ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে ক্রমে ক্রমে শক্তসিংহের বদন প্রাবৃটগগনবৎ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল, তিনি নিঃশঙ্কে উত্তর করিলেন, একটী বিশাল রাজ্যের ভার আমার অগ্রজের স্কন্ধে অর্পিত, শতসহস্র লোকের সুখ দুঃখ একমাত্র তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে তিনি বিপন্ন সুতরাং তাঁহাকে সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধার না করিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিব? আমি মহারাণার প্রাণরক্ষার্থে তাহাদিগকে সংহার করিয়াছি। সেলিম শক্তসিংহকে সেই মুহূর্ত্তেই বিদায় দিলেন। শক্তসিংহ অচিরে সানন্দে অগ্রজের সহিত উদয়পুরে পুনর্ম্মিলিত হইলেন। উদয়পুরে আসিবার সময় তিনি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া ভিনসর দুর্গ অধিকার করিলেন এবং তাহা উপঢৌকন-

স্বরূপ প্রদানপূর্ব্বক অগ্রজের চরণবন্দনা করিলেন। উদারহৃদয় প্রতাপ সেই নবজিত দুর্গ শক্তসিংহকে ভূমিবৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিলেন।

সহিষ্ণুতা ও মিথ্যাকথন।

কর্ণ।

একদা কর্ণ অর্জ্জুনকে ধনুর্ব্বেদে অধিকতর নিপুণ নিরীক্ষণ করিয়া নির্জ্জনে দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, গুরো। আপনি আমাকে মন্ত্রসমেত ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করুন, অর্জ্জুনের তুল্য যোদ্ধা হইতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অর্জ্জুনের প্রিয়চিকীর্ষু দ্রোণাচার্য্য কর্ণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার অত্যাচার বাসনা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "কর্ণ। নিত্যব্রতধারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য কাহারও ব্রহ্মাস্ত্র লাভে অধিকার নাই। সুতরাং তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্র প্রদান করিতে পারি না।"

মহাবীর কর্ণ, দ্রোণকর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া, তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহারে প্রণাম করিয়া ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক মনোভিলাষ প্রকাশ করিলেন। পরশুরাম তাঁহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পরশুরাম কর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া, স্বর্গসদৃশ মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পরশুরাম কর্ণের বাহুবল, প্রণয়, দমগুণ ও শুশ্রূষায় একান্ত পরিতুষ্ট

হইয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক প্রয়োগসংহারমন্ত্রসমবেত সমুদায় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন। মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় পরম যত্নে ধনুর্ব্বেদ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

একদা উপবাসপরিক্লিষ্ট পরশুরাম আশ্রমের সন্নিধানে কর্ণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক নিদ্রাগত হইলেন। ঐ সময়ে এক শ্লেষ্মাশোণিতভোজী মেদমাংসলোলুপ ভীষণ কীট কর্ণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার উরুদেশ ভেদ করিতে লাগিল। মহাবীর কর্ণ, পাছে গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই কীটকে দূরে নিক্ষেপ বা বিনাশ করিতে পারিলেন না, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক সেই কীটদংশন জনিত দারুণ বেদনা সহ্য করিয়া কম্পিতদেহে গুরুকে ধারণ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কর্ণের উরু হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হইয়া পরশুরামের গাত্রে সংলগ্ন হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন জমদগ্নিতনয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, "আঃ, আমি অশুচি হইলাম। তুমি কি করিতেছ, ভয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার নিকট সবিশেষ কীর্ত্তন কর।" তখন কর্ণ গুরুর নিকট কীটদংশন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। পরশুরাম কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই অষ্টপাদ কীটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, ঐ কীট অলর্কজাতীয়, উহার কলেবর শূকরের ন্যায়, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গ সূচীসদৃশ লোমজালে সমাকীর্ণ। জমদগ্নিতনয় তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কর্ণকে কহিলেন, "হে মূঢ়। তুমি কীটদংশনে যে কষ্ট সহ্য করিয়াছ, ব্রাহ্মণ কখনই সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। ক্ষত্রিয় ভিন্ন এরূপ সহিষ্ণুতা কাহারও সম্ভবে না। অতএব তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছে না। তুমি অচিরাৎ

আমার নিকট সত্য পরিচয় প্রদান কর।" তখন কর্ণ ভীত হইয়া গুরুকে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, "ব্রহ্মণ। আমি সূত-পুত্র, সূতনন্দিনী রাধা আমার মাতা, আমার নাম কর্ণ। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হইয়াছি। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ভৃগুবংশসম্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলাম।" মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতশরীরে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন পরশুরাম কর্ণকে তদবস্থ দেখিয়া, ক্রোধভরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সূতপুত্র। তুমি আমার অনেক পরিচর্য্যা করিয়াছ এবং আমার নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে এই ভীষণ কীটের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ এই জন্য আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম প্রত্যুত তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার সমান যুদ্ধ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই স্থান মিথ্যাবাদীর বাসের উপযুক্ত নহে, অতএব তুমি এখনই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর। তুমি অস্ত্রলোভে আমার নিকট মিথ্যাকথা কহিয়াছ, সেই পাপে ব্রহ্মাস্ত্র তোমার বিনাশ কালে বা সঙ্কট সময়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে না।"

সংসর্গ।

গৌতম।

একদা মধ্যদেশনিবাসী গৌতম নামে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিতে করিতে উত্তরপ্রদেশনিবাসী ম্লেচ্ছদিগের দেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন দস্যু বাস করিত। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সেই দস্যুর গৃহে উপনীত হইয়া তাহার নিকট এক

বৎসরের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী ও বাসস্থান প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা অনুসারে দস্যু তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাঁহাকে নূতন বস্ত্র, এক দাসী ও কিয়ৎপরিমাণ ধন প্রদান করিল। গৌতম যারপরনাই আহ্লাদিত হইয়া পরমানন্দে সেই দস্যুর গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। দস্যুগণের সংসর্গে থাকিয়া তাঁহার বাণ শিক্ষা করিতে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। তদনুসারে তিনি কিছু দিনের মধ্যে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন ও ক্রমে দস্যুগণের সহিত অরণ্যে গমনপূর্ব্বক বনবাসী হংসদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বদা দস্যুদিগের সহিত অবস্থিতি করাতে তাঁহার আচরণ হিংসাপরায়ণ নির্দ্দয় হত্যাকারী দস্যুর ন্যায় হইয়া উঠিল। তখন তিনি এক দস্যুকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পক্ষিবধবৃত্তি আশ্রয় করিয়া সেই দস্যুগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুদিন অতীত হইলে, একদা এক জটাজিনধারী স্বাধ্যায়নিরত বিনীতমূর্ত্তি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই দস্যুগ্রামে সমাগত হইলেন। ঐ পবিত্রস্বভাব ব্রহ্মচারী গৌতমের স্বদেশীয় ও প্রিয়সখা ছিলেন। তিনি রজনী যাপন করিবার অভিলাষে ব্রাহ্মণগৃহ অন্বেষণ করিতে করিতে সেই দস্যুসমাকীর্ণ গ্রামের চারি দিক্ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে গৌতমগৃহ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে গৌতমও হংসভার স্কন্ধে লইয়া ধনুর্ব্বাণহস্তে রুধিরাক্তকলেবরে স্বীয় আবাসসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সমাগত দ্বিজবর গৌতমকে গৃহদ্বারে উপস্থিত দেখিবামাত্র তাঁহারে চিনিতে পারিলেন, ও সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিপ্র! তুমি মধ্যদেশে সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মোহবশতঃ কি নিমিত্ত দস্যুভাবাপন্ন হইয়া এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমার

বেদপারগ বিখ্যাত জ্ঞাতিগণের আচরণ স্মরণ করিয়া দেখ দেখি, তোমার কীদৃশ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি সেই মহাত্মাদিগের কুলে কলঙ্ক আরোপ করিলে! আমাকে চিনিতে পারিয়াছ কি? আমি তোমার সেই বাল্যসখা। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, তোমার সহিত আলাপ করিতেও আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। অহিংসাপরায়ণ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, তুমি এই নৃশংস ব্যাধের কার্য্য করিতেছ! দেখিতেছি, সংসর্গদোষেই ঈদৃশ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। অতএব আপনার তত্ত্ব অনুসন্ধানপূর্ব্বক সত্য, শীল, বিদ্যা, দম ও দয়ার অনুবর্ত্তী হইয়া অবিলম্বে এস্থান পরিত্যাগ করা তোমার উচিত।"

আগন্তুক ব্রহ্মচারী গৌতমের হিতার্থে এই সকল কথা কহিলেন, গৌতম আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে কহিলেন, "মহাত্মন্! আমি নির্ধন ও জ্ঞানহীন, এই নিমিত্ত ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই স্থানে বাস করিয়াছি। আজি আপনাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ রজনী আমার আবাসে অতিবাহিত করুন; কল্য প্রাতঃকালে আমি আপনার সহিত এস্থান হইতে প্রস্থান করিব।" গৌতম এই কথা কহিলে, ব্রহ্মচারী তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া সে রাত্রি সেই স্থানেই অবস্থান করিলেন; কিন্তু নিতান্ত ক্ষুধিত হইয়াও কোন বস্তু ভোজন বা স্পর্শ করিলেন না। গৌতম অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই কিছু আহার করিলেন না। তিনি কহিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণের তনয় হইলেও এক্ষণে কদাচারসম্পন্ন। অসদাচারী হইয়া তুমি ম্লেচ্ছদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়াছ। আজি সখা বলিয়া যদি তোমার গৃহে ভোজন করি, তাহা হইলে কুকর্ম্মকারীদিগের

প্রতি আমার যে ঘৃণা আছে, তাহার হ্রাস হইতে পারে। অসৎকার্য্য বা অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকারীর প্রতি অশ্রদ্ধার হ্রাস হওয়াই দোষ।' কুকর্ম্মকারীদিগের প্রতি অশ্রদ্ধার হ্রাস হইলে, অসৎকার্য্যের প্রতিও অশ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া থাকে, এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে মানব অসৎকর্ম্মকারী হইয়া পড়ে। তুমি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐরূপেই ঈদৃশ দস্যুভাবাপন্ন হইয়াছ। তুমি আমার বাল্যকালের সখা, এই জন্য তোমাকে দুরপনেয় পাপ পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় অদ্য তোমার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছি, নতুবা তোমার ন্যায় অধর্ম্মপরায়ণ লোকের গৃহে এক মুহূর্ত্তও অবস্থান করা উচিত নয়।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৌতমকে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়া এবং প্রিয়সখা ঘৃণা করিয়া তাঁহার গৃহে কিছু আহার করিলেন না দেখিয়া, গৌতমের মনে অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হইল। পরদিন প্রত্যূষে তিনি সেই ব্রাহ্মণের সহিত স্বদেশে গমন করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুসমাগমের বলে তাহার চরিত্র বিশুদ্ধ হইল।

বিদ্যামাহাত্ম্য।

ব্রহ্মকীট চিকিৎসা।

একদা উজ্জয়িনীর অধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য সভাসদ্‌বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শৌর্য্য, ধন ও বিদ্যা এই তিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? এই বাক্যের উত্তরে কেহ শৌর্য্যের, কেহ ধনের ও কেহ বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিলেন। এই সভায়

যেমন বহুতর পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছিল, তেমনি কতকগুলি তোষামোদকারী স্তাবকও উপস্থিত ছিল। পণ্ডিতগণ সকলেই বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্তাবকগণ বলিল, "শৌর্য্যই সকলের শ্রেষ্ঠ, কেননা শৌর্য্যবলেই রাজা সকল মানবের অধিপতি হয়েন। কি ধনী, কি পণ্ডিত সকলেই সেই বলাধিষ্ঠিত নরপতির অধীন হইয়া থাকেন। বিদ্যার গৌরব ধন অপেক্ষাও অল্প, কেননা পণ্ডিতগণ ধনীর উপাসনা করিয়াই জীবন যাপন করেন। ধনীর অনুগ্রহ ভিন্ন পণ্ডিতগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন উপায়ই নাই। পণ্ডিতগণ কহিলেন, "বিদ্যাজীবনগণেরা রাজা ও ধনীর আশ্রয়ে বাস করেন বটে, কিন্তু তাহারা ভিক্ষামাত্রোপজীবী নহেন, তাঁহারা অক্ষম গলগ্রহের ন্যায় রাজাদির ধন ক্ষয় করেন না। সমগ্র জগতের রক্ষা বিধানে জন্য তাঁহারা যে সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করেন, তাহার মূল্যের সামান্য অংশও গ্রহণ করেন না। কি রাজ্য, কি সম্পদ কিছুই বিদ্যার সহায়তা ভিন্ন রক্ষিত হয় না। অধিক কি, কেবল বিদ্যাই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ।"

উভয় পক্ষ এইরূপ নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া আপন আপন মত সমর্থন করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ শিরোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজসভায় সমুপস্থিত হইল ও নিতান্ত কাতরবাক্যে কহিল, "মহারাজ! আমি শিরোবেদনায় একান্ত অস্থির হইয়াছি, বলিতে কি, যদি আর মুহূর্ত্তমাত্র আমাকে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বাঁচিব না। আত্মহত্যা মহাপাপজনক বলিয়াই আমি এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি, নচেৎ এই মুহূর্ত্তেই আমি আত্মঘাতী হইয়া এই অসহ্য যন্ত্রণার দায় হইতে নিষ্কৃতি

লাভ করিতাম। মহারাজ! আপনি প্রজার রক্ষক। আমি নিতান্ত বিপন্ন হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি, আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করুন।” রাজা ব্রাহ্মণের তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রধান বৈদ্য হরিশ্চন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন “ভিষগ্বর! এই ব্রাহ্মণের কি রোগ হইয়াছে এবং কি প্রকারে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, উত্তমরূপ পরীক্ষা দ্বারা শীঘ্র নিরূপণ করুন।” বৈদ্যবর রাজার অনুমতি অনুসারে রোগের আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ ও নানারূপ পরীক্ষা দ্বারা রোগ নিরূপণ করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! এ রোগের নাম ব্রহ্মকীট। ইহার মস্তকে একরূপ কীট জন্মিয়াছে, তাহার দংশনবেদনায় ইনি এতাদৃশ কাতর হইয়াছেন, মদ্য ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ দ্বারা ঐ কীট বিনষ্ট হয় না। সুতরাং সুরাপান ব্যতীত রোগের উপশম অসম্ভব।

বৈদ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণ উভয়েই নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন, যেহেতু মদ্যপান ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত অবিহিত। তখন রাজা ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা শবরস্বামীকে কহিলেন, “পণ্ডিতবর! এই ব্রাহ্মণের রোগশান্তির নিমিত্ত বৈদ্য যাহা কহিলেন, সে বিষয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যবস্থা কি, উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া বলুন।” শবরস্বামী কহিলেন, “নরপাল! যদি বৈদ্যের ব্যবস্থা প্রকৃত হয় অর্থাৎ মদ্যপান ব্যতীত রোগ নিবারণের অন্য কোনরূপ উপায় না থাকে এবং মদ্যপান করিলে যদি নিশ্চয়ই জীবন রক্ষা হয়, তাহা হইলে মদ্যপান পাপজনক হইবে না।” তচ্ছ্রবণে রাজা বিবেচনা করিলেন, বৈদ্যের ব্যবস্থা প্রকৃত কি না জানিবার উপায় কি? ইনিই আমাদের প্রধান চিকিৎসক, অন্য কোন চিকিৎসকের বাক্যে ইহার ব্যবস্থাকে ভ্রান্ত

বিবেচনা করিতে পারা যায় না, সুতরাং এই ব্যবস্থার সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার জন্য অন্য কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতবর বরাহকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "হে জোতির্বিদগ্রগণ্য! এই ব্রাহ্মণ রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে কি না, আপনি নিশ্চয় করিয়া বলুন।" বরাহ নিবিষ্টমনে গণনা করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের রোগোপশম হইবে বটে, কিন্তু ইহাকে অত্যন্ত কুট ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।"

তখন মহারাজ বিক্রমাদিত্য বৈদ্যের ব্যবস্থা প্রকৃত জানিয়া, ব্রাহ্মণকে মদ্যপান করিতে কহিলেন। ব্রাহ্মণ কখনও সুরাপান করেন নাই এবং বাল্যকালাবধি জানেন, সুরা নিতান্ত অপেয়, এক্ষণে সেই দুর্গন্ধ পাপজনক মদ্য কিরূপে পান করিবেন, ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে চতুর্দ্দিক্ হইতে অনেকে বলিয়া উঠিল, "ব্রাহ্মণ! ছি, ও কি করিতেছ? মদ্যপান যে অতি গর্হিত কর্ম্ম, তাহা কি জান না?" তখন শবরস্বামী কহিলেন, "ব্রাহ্মণ! তুমি কেন ইতস্ততঃ করিতেছ? আমি বলিতেছি, তুমি মদ্যপান কর, তোমার কোনরূপ পাপ অর্শিবে না, ও সকল মূর্খ লোকের বাক্য শুনিবার যোগ্য নয়, উহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম জানে না।" তখন ব্রাহ্মণের মুখের নিকট সুরা আনীত হইল। ব্রাহ্মণ মদ্য পান করিতে হইবেক দেখিয়া আপনাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য ও পাপী মনে করিয়া প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সবেগে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবার সময়ে যে সুরাগন্ধ ব্রাহ্মণের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল, তাহাতেই ঐ ব্রহ্মকীট ম্রিয়মাণ হইয়া মস্তক হইতে বাহিরে পড়িল। সকলে দেখিয়া চমৎকৃত হইল। বৈদ্যের বাক্যের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য রাজা ঐ কীটের গাত্রে নানা কুট দ্রব্য সংলগ্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কীট বিনষ্ট

হইল না। পবিশেষে বিন্দুমাত্র মন্ত্র সংস্পর্শ হইবামাত্র সংজ্ঞাশূন্য হইল।

গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্য চাটুকাবদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ, পণ্ডিতেরা যাহা বলিতেছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইল কি না? বিদ্যা ভিন্ন এমন কি বল বা ধন আছে, যে তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণের এই রোগের উপশম হইতে পারিত? সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি অসংখ্য সেনা ও পৃথিবীর সমস্ত ধন ব্যয় করিয়াও কি এই ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন? কখনই না। কিন্তু দেখ বিদ্যার অতুলনীয় শক্তি-প্রভাবে অনায়াসে এই অমানুষ কার্য্য সম্পন্ন হইল। অতএব বিদ্যাই সকলের শ্রেষ্ঠ—"
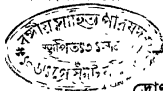
বিদ্যারত্নং মহাধনম্।

দ্রোণাচার্য্য।

একদা মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের শিশু পুত্র অশ্বত্থামা দুগ্ধ পান করিবার জন্য রোদন করিতে লাগিল। দ্রোণের গৃহে দুগ্ধবতী গাভী ছিল না, এমন অর্থও ছিল না যে, তদ্দ্বারা গাভীদুগ্ধ ক্রয় করেন। অশ্বত্থামাকে রোদনপরায়ণ দেখিয়া প্রতিবেশী বালকেরা বিদ্রূপ করিয়া পিষ্টোদক প্রদান করিয়া পান করিতে বলিল। অশ্বত্থামা তাহাই দুগ্ধ মনে করিয়া পানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিল। বালকেরা তদ্দর্শনে করতালি প্রদান করিয়া হাস্য করিতে লাগিল। দ্রোণ তাহা অবলোকন করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্তে মনে মনে চিন্তা করিলেন, "বাল্যসুহৃৎ ও একপাঠী

দ্রুপদরাজের সহিত যখন গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিতাম, তখন তিনি বলিতেন, পিতা যখন আমাকে পাঞ্চালরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন তখন আমার যাবতীয় সুখসম্পত্তি তোমার অধীন হইবে। অতএব তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি অবশ্য আমার দুঃখ দূর করিবেন।” এই মনে করিয়া দ্রোণ পুত্রকলত্রসমভিব্যাহারে পাঞ্চালরাজ্যে গমনপূর্ব্বক তাঁহারে পূর্ব্বতন সখ্য স্মরণ করাইয়া কহিলেন, “তুমি আমার সহিত একত্র রাজ্যভোগ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি দুরবস্থায় পতিত হইয়া, তোমার নিকটে আসিয়াছি।” দ্রুপদ দ্রোণের সেই কথায় কিছুমাত্র আস্থা প্রদর্শন করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহাকে হীন লোকের ন্যায় অবজ্ঞা করিয়া কহিলেন, “ব্রাহ্মণ। তুমি হঠাৎ আসিয়া আমাকে সখা বলিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য কর নাই, পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে তুমি আমার বন্ধুর উপযুক্ত নও, অশ্রোত্রিয় কখনও শ্রোত্রিয়ের সখা হইতে পারে না, অরথীর সহিত রথীর সখ্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, সমানে সমানে বন্ধুতা হওয়াই উচিত, অসমানের সহিত বন্ধুতা অবিধেয়। যেমন মূর্খের সহিত বিদ্বানের ও ক্লীবের সহিত শূরের সখ্য হয় না, তদ্রূপ নির্ধনের সহিত ধনবানের বন্ধুতা নিতান্ত দুর্ঘট। ভবাদৃশ ধনবিহীন লোকের সহিত অতুলধনসম্পন্ন মহারাজদিগের বন্ধুতা হওয়া যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা কি তুমি জান না? তুমি কহিতেছ, আমি তোমার সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কিন্তু তাহার বিন্দুমাত্রও আমার স্মরণ হইতেছে না। অতএব আমি কেবল এক রাত্রির নিমিত্ত তোমাকে ভোজন প্রদান করিতে পারি।” দ্রুপদের মুখে এই প্রকার কটূক্তি শ্রবণ করিয়া দ্রোণের হৃদয় ক্রোধানলে

দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি উহার প্রতিবিধানমানসে অবিলম্বে তথা হইতে হস্তিনানগরে গমন করিলেন। সে সময়ে হস্তিনাধিপতি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের ও পাণ্ডুর পুত্রগণ মহাত্মা ভীষ্মের নিয়োগানুসারে কৃপাচার্য্য নামক শস্ত্রবিদ্যা বিশারদ ব্রাহ্মণের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতেছিলেন।

একদা রাজকুমারগণ একত্র হইয়া নগব হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক লৌহগুলিকা দ্বারা ক্রীড়া কবিতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে নিপতিত হইল। কুমাবগণ কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধাব করিবাব নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও যৎপবোনাস্তি লজ্জিত হইয়া পবস্পরের মুখাবলোকন কবিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগেব নিকট দিয়া গমন কবিতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র ছিল। গুলিকোদ্ধাবণে অসমর্থ কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। দ্রোণ তাঁহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য কবিয়া কহিলেন, "বালকবৃন্দ! তোমরা ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সামান্য কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধাব কবিতে পারিলে না! তোমবা আমাকে ভোজন কবাও, আমি ঐ লৌহগুলিকা উদ্ধার করিয়া দিতেছি।" তখন যুধিষ্ঠির দ্রোণকে কহিলেন, "মহাশয়! যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে আপনি চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন।" দ্রোণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিতে হাসিতে এক মুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া কহিলেন "এই যে ঈষীকা মুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, ইহার একটী

ঈষীকা দ্বারা কূপ-মধ্যস্থিত গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা অপর একটী দ্বারা এবং তাহা পুনর্ব্বার অন্য একটী দ্বারা বিদ্ধ করিব, এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটী দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।”

দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ কূপ হইতে সেই ঈষীকামুষ্টিদ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞানুরূপে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। কুমারগণ তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, “বিপ্রর্ষে। আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে। অতএব মহাশয়, আপনার পরিচয় প্রদান ও কর্ত্তব্যবিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।” দ্রোণাচার্য্য কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, “বালকগণ। তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া আমার রূপ ও এই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কর, তাহা হইলে তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন।” কুমারগণ দ্রোণের আদেশানুসারে ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া দ্রোণের রূপ ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম সবিশেষ বর্ণন করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, দ্রোণাচার্য্য আগমন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি একজন সুশিক্ষকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অধিকারে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গমন করিয়া তাহাকে স্বীয় ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক যথোচিৎ সৎকার করিয়া সাদর-সম্ভাষণে কুশল প্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহাত্মা দ্রোণ আপনার নির্ধনতা ও তন্নিবারণ জন্য দ্রুপদ-রাজের নিকট গমন করিয়া যেরূপ অপমানিত হইয়াছিলেন,

তৎসমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, "এক্ষণে তোমাকে সম্বর্দ্ধন করিতে এই সুরম্য হস্তিনানগরে আসিয়াছি।" মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "মহাত্মন্। শরাসনের গুণ মোচন করুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকগণকে সম্যক্‌রূপে অস্ত্র শিক্ষা করান এবং সতত পূজিত হইয়া প্রীতি প্রসন্নমনে পরম সুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য, সমস্তই আপনার অধীন হইবে। আপনি যখন যাহা চাহিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইবেন। বিপ্রর্ষে! আপনি আমাদিগের সৌভাগ্য বশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এস্থানে আগমন করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।"

মহানুভব দ্রোণাচার্য্য সৎকৃত হইয়া কুরুগৃহে বিশ্রান্ত হইলে, ভীষ্মদেব প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্র-শিক্ষার্থ দেশ দেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকট আগমন করিতে লাগিলেন। সমাগত সমস্ত শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জ্জুন ভুজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বিদ্যাশিক্ষায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইলেন। দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে অস্ত্রবিদ্যায় অনুরক্ত এবং প্রয়োগ, লাঘব ও কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেখিয়া, সাতিশয় যত্নসহকারে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিও ভক্তি শ্রদ্ধাসহকারে গুরুর আরাধনা করিতে তৎপর থাকিতেন এবং অস্ত্রশিক্ষায় সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন; এইজন্য ক্রমশঃ দ্রোণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

একদা রাত্রিকালে অর্জ্জুন ভোজন করিতেছেন এই অবসরে

প্রবলবেগে বাত্যা উত্থিত হইলে, দীপ্যমান দীপশিখা সহসা নির্ব্বাপিত হইল। দীপনির্ব্বাণ হইলেও তাঁহার হস্ত আস্যদেশেই সংলগ্ন হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই. বলবৎ হইয়া উঠে। এই সিদ্ধান্ত করিয়া রাত্রিকালে ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দ্রোণ সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস। যাহাতে এই ধরাধামে তোমার তুল্য দ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর প্রখ্যাত না হয়, আমি তদ্রূপ বিধান করিব।" তদনুসারে দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে হস্তী, অশ্ব ও রথে আরূঢ় এবং ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া কিরূপে সংগ্রাম করিতে হয়, তদ্বিষয়ে এবং গদাযুদ্ধ, অসিচর্য্যা, তোমর, প্রাস ও শক্তির প্রয়োগ এবং সঙ্কীর্ণ যুদ্ধকৌশল বিষয়ে সবিশেষ শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধন ও ভীম গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন, অশ্বত্থামা সর্ব্ব রহস্যে পারদর্শী হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ লাভ করিয়া ছিলেন, নকুল ও সহদেব অসিচর্য্যায় কুশলী হইলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির উৎকৃষ্ট রথী হইলেন, অর্জ্জুন সমাগত রাজকুমারদিগের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ বলাধিক ভীমসেন ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইল।

একদা দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ কুমারগণের অসমক্ষে শিল্পীদ্বারা একটী কৃত্রিম নীল পক্ষী নির্ম্মাণ করাইয়া বৃক্ষের অগ্র-শাখায় আরোপিত করিলেন। পরে সমবেত রাজকুমার দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রাজপুত্রগণ! সকলে শীঘ্র শরাসনে শর সন্ধান করিয়া, আমার আদেশবাক্যের অপেক্ষা করিয়া থাক। আমি তোমাদিগকে একে একে

নিয়োগ করিতেছি, মদীয় বাক্যের অবসান না হইতেই ঐ লক্ষ্যের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত কর।" এই বলিয়া দ্রোণ প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণের নিদেশানুসারে ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, আর্য্য দ্রোণ কহিলেন, "তুমি বৃক্ষের শিখরদেশে ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, "হাঁ দেখিতেছি" দ্রোণ পুনর্বার কহিলেন "তুমি এই বৃক্ষকে, আমাকে বা আপন ভ্রাতৃগণকে দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির কহিলেন "হাঁ, ভগবন্। আমি এই বৃক্ষকে, আপনাকে ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষস্থিত পক্ষীকে নিরীক্ষণ করিতেছি।" দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া অপ্রসন্নমনে কহিলেন, "তুমি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না, অতএব এস্থান হইতে অপসৃত হও।" এইরূপে যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার মনোগত উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া সকলেই তিরস্কৃত হইলেন।

অনন্তর দ্রোণ সহাস্যমুখে অর্জ্জুনকে কহিলেন, "বৎস এইবারে তোমাকেই এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে।" অর্জ্জুন গুরুবাক্যানুসারে শরাসনে শরসন্ধানপূর্ব্বক অগ্রশাখাস্থ পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন। তখন দ্রোণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলে, অর্জ্জুন কহিলেন, "ভগবন্। আমি বৃক্ষ বা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছি না, কেবল শকুন্তকে অবলোকন করিতেছি।" অনন্তর দ্রোণ প্রীতমনে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! শকুন্তকে সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করিতেছ?"। অর্জ্জুন প্রত্যুত্তর করিলেন, "না, আমি শকুন্তের অবশিষ্ট কলেবর দেখিতেছি না,

কেবল উহার মস্তকটি দেখিতেছি। তখন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বৎস! তবে লক্ষ্য বেধ কর।" এই কথা বলিবামাত্র অর্জ্জুন লক্ষ্যে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষশিখরস্থিত পক্ষী অর্জ্জুনের খরধার অস্ত্র দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। দ্রোণ প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন।

একদা শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে দ্রোণ স্নানার্থ ভাগীরথীর উপকূলে গমন করিলেন। তথায় সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিতেছেন, এই অবসরে এক ভয়ঙ্কর কুম্ভীর দ্রোণের জঙ্ঘাদেশ গ্রহণ করিল। তিনি স্ববীর্য্য প্রভাবে কুম্ভীরহস্ত হইতে জঙ্ঘা মোচন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া পরীক্ষার্থে শিষ্যদিগকে কহিলেন, "শিষ্যগণ! তোমরা কুম্ভীরের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর।" তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই অর্জ্জুন খরধার পাঁচটি শর দ্বারা জলমগ্ন কুম্ভীরকে প্রহার করিলেন, অন্যান্য সমস্ত রাজকুমার ইতিকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ় হইয়া যথাস্থানে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। এইরূপে শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে অর্জ্জুন সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইলেন।

একদা দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! কুমারেরা সকলেই ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, এক্ষণে অনুমতি হইলে, তাঁহারা আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেন। ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণবাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! অস্ত্রশিক্ষা-দর্শন বিধায়িনী রঙ্গভূমি যে স্থানে যে প্রকারে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ করেন; তাহা আজ্ঞা করুন, আমি অন্ধ কুমারেরা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের সমক্ষে আপন অস্ত্রশিক্ষার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিবেন।" এই বলিয়া সম্মুখোপবিষ্ট বিদুরকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মবৎসল! আচার্য্য দ্রোণ আমাদিগের মহোপকার সাধন

করিয়াছেন এক্ষণে উনি যাহা আদেশ করেন তুমি অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর।" বিদুর রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। দ্রোণাচার্য্য সমতল ভূতলে রঙ্গভূমির সীমা পরিমাণ করিলেন। ঐ স্থান তরুগুল্মবিহীন সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতীব রমণীয় হইল। আচার্য্য দ্রোণ শুভনক্ষত্র-যোগসম্পন্ন তিথিবিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করিয়া ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রশস্ত্রপরিপূর্ণ অতি বিস্তীর্ণ এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিল। পুরবাসীরা তথায় অত্যুন্নত মঞ্চ ও মহামূল্য শিবিকাসকল প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈদূর্য্যমণিশোভিত সুবর্ণময় রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ লোক রাজকুমারদিগের অস্ত্র শিক্ষা দর্শনার্থী হইয়া দ্রুতবেগে আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল-মধ্যে রঙ্গভূমি দর্শকবর্গে পরিপূর্ণ হইল। বাদ্যকরেরা মৃদুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উদ্দীপন করিতে লাগিল। অভ্যাগত লোকের কোলাহলে সেই সমাজমন্দির উচ্ছলিত মহাসমুদ্রের ন্যায় বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শুক্লাম্বরধারী শুক্লকেশ শুক্লশ্মশ্রু শুক্লচন্দনানুলিপ্তকলেবর মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্ল মালা ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত রঙ্গ-

ধরোপরোধশূন্য গগনে সভৌম শশধরের ন্যায় রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বিজ্ঞ ও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণদ্বারা মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। মাঙ্গলিক কর্ম্ম সমাধা হইলে অনুচরেরা অস্ত্রগ্রহণ-পূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য মহারথ রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে জ্যেষ্ঠানুক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। দর্শকমণ্ডলী শরকার্ম্মুকধারী অদ্ভুতরূপ কুমারসেনা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে শত সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। প্রথমে রাজকুমারেরা বেগবান তুরঙ্গযানে আরোহণ করিয়া স্বনামাঙ্কিত বাণদ্বারা লক্ষ্যভেদ করিতে লাগিলেন। কার্ম্মুক দ্বারা অস্থির লক্ষ্যপাত প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সমাধান করিয়া, তাঁহারা খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক কখন গজে কখন অশ্বে ও কখন রথে অধিরূঢ় হইয়া রঙ্গমধ্যে বারংবার মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন এবং নানাপ্রকার বাহুযুদ্ধসমাধান্তে পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একমাত্র খড়্গ দ্বারা কৌশল ক্রমে অনেকাস্ত্র নিবারণ করিলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভ্রাম্যমাণ খড়্গের আংশুমণ্ডল ইতস্ততঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। তাঁহারা অসি প্রয়োগে এরূপ কুশলী হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের হস্ত খড়্গমুষ্টি হইতে একবারও স্খলিত হইল না। এই সমস্ত দেখিয়া রঙ্গস্থ লোকসমুদয় বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীম বদ্ধপরিকর হইয়া গদাহস্তে একশৃঙ্গ অত্যুচ্চ শৈলের ন্যায় রঙ্গস্থলে অবতীর্ণ

হইলেন। নভোমণ্ডলে জলধর যেমন গর্জ্জন করে, পৌরুষ প্রকাশার্থ তাঁহারা রঙ্গমধ্যে, তাদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা গদাহস্তে বামাবর্ত্তে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ও অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ করিলেন। তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য রঙ্গপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইয়া মহামেঘনির্ঘোষসদৃশ বাদ্যধ্বনি নিবারণ পূর্ব্বক দর্শকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "এক্ষণে পুত্র হইতেও প্রিয়তর সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ উপেন্দ্রতুল মহাবীর মদীয় শিষ্য অর্জ্জুনের রণাভিনয় দর্শন কর।" অর্জ্জুন আচার্য্যের আদেশক্রমে গোধাঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া সূর্য্যসন্নিহিত ইন্দ্রাযুধালঙ্কৃত সন্ধ্যা-কালীন মেঘের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন রথসম্মুখে ও কখন রথমধ্যে অবস্থিতি এবং কখন ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। অনন্তর বিবিধ বাণ দ্বারা সুকুমার, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য সকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এক কালে অসঙ্কীর্ণরূপে পঞ্চশর একশরের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে রজ্জুময় রজ্জু দ্বারা লম্বিত গোবিষাণ-কোষে একবিংশতিবাণ বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে অসিচর্য্যা, ধনুঃ ও গদাশিক্ষায় আপনার বিবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়া দর্শকগণকে মোহিত করিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধা হইলে, অধিকাংশ লোক সমাজ-হইতে নির্গত ও বাদ্যকোলাহল নিস্তব্ধ প্রায় হইল। এই অব-সরে বজ্রনির্ঘোষসদৃশ বাহ্বাস্ফোটন শব্দ শ্রুত হইল, অনতিবিলম্বে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত করিয়া যোদ্ধৃবেশে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তিনি সহজাত

কবচধারণ ও কটিদেশে খড়্গবন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎপরে দ্রোণের নির্দেশানুসারে অর্জ্জুন যেরূপ অদ্ভুত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনিও তদনুরূপ সমস্ত সম্পন্ন করিলেন। তখন দুর্য্যোধন, ভ্রাতৃগণসমভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া, প্রফুল্লমনে ও সাদর বচনে কহিলেন, "মহাবাহো! আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে কুরুরাজ্য উপভোগ কর।" এই সময়ে সূর্য্য অস্তাচলে প্রস্থান করিলে সভা ভঙ্গ হইল। দুর্য্যোধন কর্ণের কর গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গস্থল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। দর্শকমধ্যে কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহ ভীমের ও কেহ বা দুর্য্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপন আপন আবাসে প্রস্থান করিল।

দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে ধনুর্ব্বেদে অদ্বিতীয় দেখিয়া গুরুদক্ষিণা গ্রহণবাসনায় শিষ্যগণকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া কহিলেন, "প্রিয় শিষ্যগণ! তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণে পরাজিত করিয়া আনয়ন করিলে, তাহাই তোমাদিগের গুরুদক্ষিণাস্বরূপ হইবে। আমার অন্য কোনরূপ দক্ষিণার প্রয়োজন নাই।" শিষ্যগণ "তথাস্তু" বলিয়া গুরুবাক্য অঙ্গীকার করিয়া, তৎক্ষণেই আচার্য্য দ্রোণ সমভিব্যাহারে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে পাঞ্চালদেশ আক্রমণপূর্ব্বক রণস্থল হইতে দ্রুপদরাজ ও তাঁহার সচিবকে বন্দিদশায় আনয়ন করিয়া, আচার্য্য দ্রোণের নিকটে উপহার প্রদান করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদরাজকে ভগ্নদর্প, হৃতসর্ব্বস্ব ও বশ্যতাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, "দ্রুপদরাজ! আমার আদেশানুসারে তোমার রাষ্ট্র ও নগরী বিমর্দ্দিত এবং তোমার জীবন বিপক্ষপক্ষের হস্তগত হইয়াছে।. কিন্তু তুমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করিও না। আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় তোমার সহিত এক আশ্রমে ক্রীড়া করিয়াছিলাম। সেইকারণে তোমার প্রতি আমার অন্তঃকরণে স্নেহ ও প্রীতি সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমি তোমার সহিত পুনরায় সখ্যভাব সংস্থাপন করিবার বাসনা করি। কিন্তু তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছিলে যে, যে ব্যক্তি রাজা নহে, সে রাজার সখা হইতে পারে না। সেই জন্য তোমার রাজ্যগ্রহণ করিয়াছি এবং তোমাকে পুনরায় রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে তুমি ভাগীরথীর দক্ষিণ কূলের অধিপতি হইলে এবং আমি উত্তর কূল শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি তোমার ইহাতে প্রবৃত্তি হয় এবং আমাকে সখা বলার যোগ্য বিবেচনা হয়, তবে আমার সহিত সখ্য কর।" তদীয় বাক্যশ্রবণ করিয়া দ্রুপদ কহিলেন "ব্রহ্মন! প্রবল পরাক্রান্ত মহাত্মা ব্যক্তি যে এরূপ আচরণ করেন, ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর নহে। আমি মহাশয়ের বাক্যে পরম প্রীত হইলাম, অদ্যাবধি আমি নিত্যকাল আপনকার প্রসন্নতালাভের বাসনা করিব।" দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদবাক্যে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মোচন করিয়া দিলেন।

অধ্যবসায়।

একলব্য।

একদা হিরণ্যধনুনামা নিষাদরাজের তনয় একলব্য দ্রোণ-সন্নিধানে সমাগত হইয়া অস্ত্র-শিক্ষা করিবার বাসনা প্রকাশ করিল। কিন্তু সে অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতি, সাধারণের সতীর্থ ও সমতুল্য হয়, ইহা নিতান্ত অনভিপ্রেত, এই বিবেচনা করিয়া, দ্রোণ তাহাকে ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করিলেন না। তখন নিষাদরাজতনয় বিষাদমগ্ন হইয়া দ্রোণের পাদগ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল এবং তথায় মৃণ্ময়ী এক দ্রোণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তাহাকে আচার্য্যভাব সংস্থাপন করিয়া ব্রত ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা আরম্ভ করিল। দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে প্রতিনিয়ত অনুশীলন করিতে করিতে, সে অচিরকালমধ্যে অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার ও সন্ধানবিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিল।

একদা ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ দ্রোণকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া রথারোহণে রাজধানী হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইলেন। একজন আপনার কুক্কুর ও বাগুরা লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের অনুগমন করিল। তাঁহারা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে সেই কুক্কুর মৃগের অনুসরণক্রমে সহসা নিষাদ-রাজতনয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল এবং মলিন-কলেবর, কৃষ্ণাজিনজটাধারী নিষাদকুমার একলব্যকে নিরীক্ষণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। একলব্য আপনার অস্ত্র প্রয়োগের লঘুতা পরীক্ষার্থ তাহার মুখবিবরে এক কালে সাতটী শর নিক্ষেপ করিল। কুক্কুর আস্যবিবরে শরপূরিত হইয়া দ্রুতগমনে পাণ্ডবগণ সন্নিধানে গমন করিল। পাণ্ডবেরা কুক্কুরের

মুখমধ্যে সাতটী শর নিরীক্ষণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শরের লঘুত্ব ও শব্দবেধিত্ব দর্শন করিয়া, সকলেই আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বোধে লজ্জিত হইয়া প্রয়োগ-কর্ত্তার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা বনমধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, এক বনবাসী মনুষ্য নিরবচ্ছিন্ন শরবর্ষণ করিতেছে। পাণ্ডবেরা ঐ বিকৃতদর্শন পুরুষকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বীরবর! তুমি কে? কাহার পুত্র? কি জন্য বনমধ্যে অবস্থিত হইয়া ঈদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ?" একলব্য প্রত্যুত্তর করিল, "আমি নিষাদাধিপতি হিরণ্যধনুর পুত্র, দ্রোণের শিষ্য, এই আশ্রমে একাকী ধনুর্ব্বেদ অনুশীলন করিতেছি।"

তখন পাণ্ডবেরা নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রোণসন্নিধানে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রোণ অনেক চিন্তা করিলেন কিন্তু কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলেন না। পরিশেষে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে অরণ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জটাচীরধারী মলিনকলেবর নিষাদরাজকুমার একলব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া বারংবার বাণ বর্ষণ করিতেছে। সহসা দ্রোণকে সমাগত দেখিয়া একলব্য তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও পাদবন্দন করিল এবং আপনাকে শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিল। পরিশেষে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল।

সম্পূর্ণ।